ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রথম হইতে অষ্টম ভাগ

পর্য্যন্ত।

দশম সংস্করণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

মাঘ ১৮০৮ শক।

সূচি-পত্র।

গান		পৃষ্ঠা
অকুল ভবসাগরে	...	৮৯
অগণন ভুবন-ভার-ধারী	...	১০৫
অগতির গতি		১২৬
অচল ঘন গহন	...	১১১
অতুল জ্যোতির জ্যোতি	...	৬৩
অতুল করুণা তোমার	...	৫৫
অনুপম মহিম পূর্ণ ব্রহ্ম		১২৬
অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে	...	৯৩
অন্তরে ভজ রে তাঁরে	...	১১৪
অন্তরের অন্তর	...	৪৭
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি		১৩১
অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন	...	৬
অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা	...	৬
অপার করুণা তোমার	...	৪৩

গান পৃষ্ঠা

গান			পৃষ্ঠা

গান | পৃষ্ঠা

গান	পৃষ্ঠা

সপ্তম ভাগের সূচিপত্র।

গান	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রথম ভাগ।

প্রাতঃকাল।

রাগ ভৈরব—তাল আড়াঠেকা।

এই হল এই হবে এই বাসনায়।
দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়।
মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি
জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং,
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং। ১

রাগিণী ভৈরব—তাল তেতালা।

অসার বিশ্বসংসার সার সত্যের সাধন।
চঞ্চল তড়িৎসম জীবের জীবন।
ত্যজিয়া সংসারপাশ, কর মোক্ষ অভিলাষ,
ধর্ম্মবলে কর জয় দুর্জ্জয় শমন। ২

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়।
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধিকল্পনাশূন্য.
ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা;
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

দিনযামিন্যো সায়ং প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। ৩

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা
জায়া, তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর। ৪

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগপরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ। ৫

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পর-
দ্রোহে, মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যা-
কুলমতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান। ৬

রাগিণী রামকেলী - তাল আড়াঠেকা।

এক বার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।

মাতৃ-গর্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে।
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে মন দিবে সত্যকে চিন্তিবে। ৭

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে। ৮

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার,
হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্র ভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে। ৯

রাগিণী রামকেলী — তাল আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার।
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু এক মাত্র তিনি হন। ১০

রাগিণী ললিত — তাল ঢিমা তেতালা।

অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাবনা।

জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি, যাঁ হতে হতেছে এই সংসার কল্পনা। ১১

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহু বলে।
সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে।
হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা,
শরীর দুর্জ্জয় রিপু তার কি চিন্তিলে।
প্রবল যে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়,
ধিক্ ওরে দম্ভময়, বৃথা অহঙ্কার।
অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন,
আত্মতত্ত্ব সমরে দলহ রিপুদলে। ১২

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন।
আত্ম উপাসনা-বীজ কর রে বপন।
প্রযত্ন-সেচনী ধরি, বিবেকবৈরাগ্যবারি,
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে কর রে সেচন।

হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্য জ্ঞান ফলোদয়,
নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে।
ইহাতে হইলে মতি, যাইবে দুঃখদুর্গতি,
হইবে পরম গতি, মিলিবে পরম ধন। ১৩

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়।
আকাশ যাঁহার নাম, সাদৃশ্য দিব কোথায়।
দেশ কাল উভে জিনি, বিস্তারেন রাজ্য যিনি;
বাক্য কি বলিবে তাঁরে মন যাঁরে নাহি পায়।
যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাভান,
নাহি আর অন্য উপায়। ১৪

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

এ কি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে অচেতন,
জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ।
দেহ পঞ্চভূতময়, এই আছে এই নয়,
সকলই অনিত্য হয়, দারা সুত ধন জন।

ভুল না ভুল না আর, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার,
ভজ নিত্য নির্ব্বিকার, পাপসন্তাপহরণ। ১৫

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

তুমি কার কে তোমার কারে বল হে আপন,
মহামায়ানিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধুবান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণপ্রিয় জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন। ১৬

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান,
রবিজ ভয় রবে না রবে না।
পঙ্কজ দল জল; ইব জীবন চঞ্চল, ধন জন

চপলা সমান, রবে না রবে না।

মোহ পাশ বন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন,
সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।

এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি,
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুল না ভুল না। ১৭

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

সংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহতরী।
অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিবস শর্ব্বরী।

দেখ দেখ সাবধান, রিপুর সুখর বাণ,
প্রতিক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গলহরী।

বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার,
নিত্য সত্য নিরালম্বে অবলম্ব করি। ১৮

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা।

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন।
সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যেতে নিশ্চয় রেখে,
সতত থাক হে সুখে, কেন বিফল ভ্রমণ।

বিশ্ব যাঁর সত্তাধীন, হয়ে থাক তাঁর অধীন,
জীবনদাতার হাতে সঁপরে জীবন।
তাঁহারে পাইলে পরে, সর্ব্ব দুঃখ যাবে দূরে,
শোক-মোহ-সিন্ধু পারে, নিতান্ত হবে গমন।১৯

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

নিরন্তর ভাব তাঁরে বিশ্বাধার বল যাঁরে।
নিত্য সত্য পরিপূর্ণ ব্যাপ্ত বিভু চরাচরে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, নাহি পায় ধ্যান ধরে,
স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ, বেদে কহে বারে বারে।
বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি,
যত দেখ সব তাঁরি, কে তাঁরে বলিতে পারে!২০

সায়ংকাল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।

চিন্তয় শাস্ত্রমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতোজগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ!
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং। ২১

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওট।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর।
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর।২৩

রাগিণী কেদারা—তাব আড়াঠেকা।

বিগতবিশেষং, জনিতাশেষং,
সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতীতং,
স্মর পরমেশং তূর্ণং।

গচ্ছদপাদং, বিগতবিবাদং,
পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং,
গৃহ্নদহস্তমপীনং।
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং,
পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং, জগদালোকং,
সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং।
ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং
নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাশং জগদাবাসং,
সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ২৪

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কার পরিহরি চিন্তয় রে অহরহ।
রূপহীনমনাকারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বগং মহঃ।
বিশ্বাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভু বিশ্বময়,
সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার শরণ লহ।

জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, দেখ যাঁহার সত্তায়,

সর্ব্বত্র অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন,

শ্রবণ মনন মন তাঁহার করহ। ২৫

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ।

কি জানি প্রাণবিহঙ্গ পলাবে কখন।

অরে অভাজন সুখে, কুপিত ফণি সম্মুখে,

করেছ শয়ন।

সুখ মানিতেছ যারে সে সব যন্ত্রণা,

সুধা ভ্রমে বিষ পান কোরো না কোরো না,

মত্ত করী তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি সত্ত্ব গুণে,

কর রে বন্ধন।

কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন।

কাম-রসে রসোল্লাসে ডুবিলে যৌবন।

জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল,

কোথা সত্যে মন। ২৬

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না।

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

সংসার দুর্গতি হতে নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে।
দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে যাতে হলাহল পাবে।
কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও,
আশার বশেতে রও, বৃথা প্রাণ যাবে।
অতএব সাবধান, ত্যজ মিথ্যা অভিমান,
ভজ সত্য সনাতনে অমৃত পাইবে। ২৮

রাগিণী সাহানা—তাল ধামালা।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়। ২৯

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

বিষয়ে আসক্ত মন দিবা নিশি আছ।
লোকে মান্য হব বলে কি কষ্ট পেতেছ।
ধন জন দারা সুত, যাহাতে মমতা এত,
শেষে না রহিবে সে ত, তাহা কি ভুলেছ।
অতএব আত্মজ্ঞান, কর তার সুসন্ধান,
যদি চাও পরিত্রাণ, মিছা কেন মজিতেছ। ৩০

রাগিণী সাহানা—তাল আড়া।

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথা রে।
কে তুমি তোমার কেবা চিন্তিলে না একেবারে।

অসার বিষয়ে মন, অসার সুখ চিন্তন,
বৃথায় গেল জীবন, ভজ সেই সারাৎসারে। ৩১

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

ভজ অকাল নির্ভয়ে।
পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে।
সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে। ৩২

রাগিণী সুরট—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে করহে স্মরণ, এক অনাদি নিধন,
অসীম জগৎব্যাপ্ত জগৎকারণ।
নির্ব্বিকার নিরাময়, নির্ব্বিশেষ নিরাশ্রয়,
অভয় মঙ্গলময়, পতিতপাবন। ৩৩

রাগ গৌড়মল্লার—তাল কাওয়ালি।

কেন সৃজন-লয়-কারণে ভজ না।
রবেনা সংসার-অনল-দহন যাতনা।
দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান,
কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।

নিশ্বাস হইতেছে শেষ, বাড়িল অশেষ ক্লেশ,
এখনো চেতন হলো না। ৩৪

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথা কর অন্বেষণ,
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ।
যেই বিভু সনাতন জীবের হৃদয়ধন, মাজিয়া
মনোদর্পণ, তাঁরে কর দর্শন। ৩৫

রাগ গৌড়মল্লার- তাল ধামাল।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার।
দেহ মন ধন প্রাণ, সব হবে অবসান,
একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান, ভবার্ণবে কর্ণধার। ৩৬

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

নিজ গ্রামে পরগৃহে চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন।
নবদ্বার দেহপুরে কালরূপী তস্করে, প্রতি
দিন আয়ুহরে, নাহি অন্বেষণ।

মোহ-রাত্রি তমো-ঘন; মায়া-নিদ্রা অচেতন,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ।
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞানঅসি করে ধরে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ। ৩৭

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে ভজ অরে মন, যে মনের মন।
নয়নের নয়ন যিনি জীবের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর;
সকলই অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন।
জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা,
অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা।
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর,
সর্ব্বদা পবন শশী, নক্ষত্র তপন। ৩৮

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল তেতালা।

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরই অভিলাষ।
জ্ঞানামৃত পান করি আনন্দ-সাগরে ভাস।

অবলম্ব করি যাঁরে, স্থিতি কর এ সংসারে,
সদাই থাকহ সুখে তাঁহাতে করি বিশ্বাস। ৩৯

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে।
আছে বিভু তোমা হতে তোমার নিকটে।
তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর,
ভাব সেই পরাৎপর, নিত্য অকপটে। ৪০

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

শুন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন !
দিন তো মিছা গেল বয়ে।
ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ,
ক্রমেতে দিবস যায় ফুরায়ে।
এ কি অনুচিত, সত্যে নাহি প্রীত, বিষয়ে
মোহিত রয়েছ হয়ে।
সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, তাঁ হতে
অন্তর, আছ ভাবিয়ে।

সৃজন-কারণ, জীবের জীবন, তিনি এক হন, দেখ বুঝিয়ে।

শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, আত্মপরায়ণ, থাক রে হয়ে। ৪১

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহগর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ।

সম্মুখে বিষয়জাল, পশ্চাতে নিবাদকাল, গেল কাল অন্ত কাল ভাব রে এখন।

যাঁহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক প্রীতি, এ তোর কেমন রীতি, অরে দম্ভময় মন। ৪২

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

পরনিন্দা পরপীড়া এবুদ্ধি কেন ত্যজ না।
বারংবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা।

তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি, লক্ষ্য কর আত্মপ্রতি, কুটিলতা ত্যজ না।

জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর আভরণ, সফল হবে জীবন ঘুচিবে মনোবেদনা।

আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি, সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্মউপাসনা। ৪৩

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে।
কে দহে কলুষরাশি বিনা জ্ঞানানলে।

শ্রবণ ধ্যান মনন, জ্ঞান অনল পবন, যতনে কর সাধন, না রহিও ভুলে। ৪৪

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমা তেতালা।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে।
যে সৃজন পালন করে সংসারে।

সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ, কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।

অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ড যাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্ব্বিকার বিশ্বাধার কে পারে বলিতে তাঁরে। ৪৫

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ভাব মন তাঁরে।

আপন অন্তরে যেই বিরাজ করে।

সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কয়, শুদ্ধ চিত্ত যার হয়,

অজ্ঞান তিমির তার, যায় অতি দূরে।

অন্য অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনর্ব্বার,

একবার যেই তাঁরে দরশন করে। ৪৬

রাগিণী আড়ানা-বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে হবে পার সংসার-পারাবার,

বিনা জ্ঞান-তরণী বিবেক-কর্ণধার।

শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলশ, কর্ম্ম-

গুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার।

ঘোরতর মায়া-তম, আশা-পবন বিষম

প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।

নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,

কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার। ৪৭

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা।

এ দিন তো রবে না।
জীবন জীবনবিম্ব জানিয়া কি জান না।
দারা সুত বন্ধুজন, হয় একত্র মিলন,
বিশ্লেষ হলে তখন, কোথায় জাবে বল না।
মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,
শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, কর ব্রহ্মের সাধনা। ৪৮

রাগিণী আড়না—তাল আড়া।

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম শুখেরই আশায়।
রহিয়ে কুপিত ফণি ফণার ছায়ায়।
কর দম্ভ মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী,
কিন্তু ক্ষণে কাল ফণী, দংশিবে তোমায়।
দুঃখ যেন দুর্দ্দিন, সুখ খদ্যোতিকা হেন, মন
রে নিশ্চয় জান, সংসার কান্তারে।
লও সত্যের শরণ, ঘুচিবে দুঃখ-দুর্দ্দিন,
নিত্য সুখী হবে মন, রিপু করি জয়। ৪৯

রাগিণী বাগশ্রী—তাল একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেকবৈরাগ্য ছুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের ছুখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে। ৫০

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা।
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী। ৫১

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,
ভ্রমপথে ভ্রম অকারণ।
দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি,
ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশরজ্জু মন।

পাপেতে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে,
পূর্ণ-ব্রহ্ম নিকেতনে কর অবস্থান। ৫২

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়।
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন
রূপে, এখন এই যুক্তি, কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে।
অনুচিত মম চিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল এ কি ভুল হায় হায় হায় হায়।৫৩

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন।
করিতে যাঁহার স্তুতি,অবসন্ন হয় শ্রুতি স্মৃতি দর্শন।
নিরাধার বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,
স্বপ্রকাশ অবিনাশ, বুদ্ধি গম্য নন।

শুন শান্তচিত্ত জন, সে তো জীবের জীবন, মনের সে মন। ৫৪

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

ওহে পথিক মন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ।
যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, আত্মতত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ।
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড়ভূতের উপদেশে, ভ্রম কেন অনুদ্দেশে দেশে দ্বেষ কি কারণ। ৫৫

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাত্মাকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি যাঁকে।
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।
ইন্দ্রিয় শাসন করি অহঙ্কার পরিহরি, জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মত্ততাকে। ৫৬

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ-মূল ক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে।
নিঃশ্বাস হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণ করে করে নাশ, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ,
যাবে দুঃখ যাবে ক্লেশ, ভজ নিরঞ্জনে। ৫৭

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়াঠেকা।

মন যাঁরে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধভাবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য সব আর অসার এ ভবে। ৫৮

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিলকারণ,
বিভু বিশ্বনিকেতন।

বিকারবিহীন, কাম-ক্রোধ-হীন,
নির্ব্বিশেষ সনাতন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।
উপমারহিত, সর্ব্বজনহিত,
ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
ভ্রমেন নিয়মে য়াঁর।

জলবিন্দুপরি, শিল্পকার্য্য করি,
দেন রূপ চমৎকার।
পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা,
যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
সেই ভাবে সব রয়।
আহার উদরে, দেন সবাকারে,
জীবের জীবনদাতা।
রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে,
পান হেতু বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ,
হয় যাঁর নিয়মেতে।
সেই পরাৎপর তাঁরে নিরন্তর,
ভাব মনে বিধিমতে। ৫৯

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

ভজ মন তাঁরে, যে ত্রাণ করে ভব-পারাবারে।
ইন্দ্রিয়সেবায়, বৃথা কাল যায়,

মজালে তোমায়, রিপু-পরিবারে।

শরীর হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন,
অহে মন অর্ব্বাচীন, শেষে কবে কারে।

এখনো উপায় শুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন,
কর শ্রবণ মনন, সাধ্য অনুসারে।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রাতঃকাল।

রাগিণী যোগিয়া—তাল আড়াঠেকা।

স্বরূপত তাঁরে কে জানিতে পারে।

যিনি রহিত উপমা সুখ-স্বরূপ জীবের জীবন তাঁরে।

যাঁর মহিমা অসীমা প্রকাশিতে বাক্য রহে জড়াকারে। ১

সায়ংকাল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ঢিমা তেতালা।

মায়া-হ্রদে ডুবো না।

পাপ-রসে সুখাভাসে ভুল না।

সার নহে সংসার, তিনি মাত্র সার, যাঁর এই রচনা। ২

রাগিণী ভূপালি—তাল তেওট।

কাল যাইছে, তাঁহারে ভাবনা মন রে আমার।
বদ্ধ হয়ে আশা-পাশে মিছে কাজে কেন ভ্রম বার বার। ৩

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান, প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে, রাখিতে তাঁরে পারে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপ-ত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া, যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম। ৪

রাগিণী হামীর—তাল তেওট।

পূর্ণ পরাৎপর শাশ্বত পরম শরণ শুদ্ধ বিজ্ঞান।
তপন প্রকাশ পায় যাঁহার প্রকাশে যিনি প্রাণের প্রাণ। ৫

রাগিণী কামোদ—তাল ঢিমা তেতালা।

কেন অচেতন চির জীবন।

মোহ-নিদ্রা হতে উঠ, এত কেন অচেতন।

দেখ আনন্দকর, জ্ঞান নেত্র খুলিয়ে, সুখ হইবে অপার। ৬

রাগিণী ছায়ানট—তাল তেওট।

ছাড় মোহ ছাড় ছাড় রে কুমন্ত্রণা।

জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।

দেখি তাঁহারে জ্ঞান-চন্দ্র-আলোকেতে, নাশ পাপচয়ে, ভাব আনন্দে। ৭

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়না।

সংসারসঙ্কটে, ত্রাণ নাহি কোন মতে, বিনা তাঁর সাধনা। ৮

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ক্ষীণ পাঞ্চিকে শরীরে অভিমান কেন।

পঞ্চে পঞ্চের লয়, সলিলে বিম্বপ্রায়,

জানিয়ে কি জান না, কর হে কর আত্মাকে সন্ধান। ৯

রাগিণী বাহার—তাল তেওট।

কোথায় ধন জন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান, যখন পড়িবে কৃতান্তের গ্রাসে।

অতএব ত্যাগ, কর রে বিনয়ে রাগ, সতত ভাব তাঁহারে তিনি করুণানিধান। ১০

রাগিণী বাহার—তাল তেওট।

তং পরং পরমেশ্বরং।

অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং বয়ং স্মরাম হে বয়ং ভজাম হে কারণং জনগণমানস-পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।

অস্য নিয়মে দিনকরআভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে, মহতোঽস্য ভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি। বয়ং স্মরাম হে বয়ং ভজাম হে পরমং জনগণমানসপরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং। ১১

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

স্মর পরম জ্ঞানে। বেদবেদান্ত প্রতিপন্ন করে যাঁরে, তাঁরে ভাবহ সাবধানে।

আকার প্রকার নাম হীন, তাঁহারে কে পারে বর্ণিতে, চন্দ্র সূর্য্য চরাচর থাকয়ে যাঁর শাসনে যথাস্থানে।

ভাব সমব্যাপী অবিনাশী বিধাতাকে, বিনা প্রমাদে; গুরুনিকট যাইয়ে জান ব্রহ্মানন্দে অস্থায়ী সংসার, তার পার, তাঁর পদ কে বা জানে। ১২

রাগ মালকোষ—তাল চৌতাল।

রাজগণরাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক প্রাণারাম।

পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, তুমি বিধাতা পরমানন্দধাম। ১৩

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

যে তোমারে দিল সকল সম্পদ যোগ্যতা, ভুল না তাঁহাকে, কর তাঁর ভজনা।

ভৌতিক দেখ যাহা সে সব তাঁর রচনা, মনে তাঁরে কর প্রীতি যাবে চিত্তবিকলতা। ১৪

রাগ হিন্দোল—তাল আড়াঠেকা।

জানহ পরম ব্রহ্মের মহিমা সমাহিত শান্ত দান্ত হোয়ে।

হও ব্রহ্ম-রসে মগ্ন, হবে দুঃখ ক্লেশ ভগ্ন বিগতপাপ হোয়ে। ১৫

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

পরিপূর্ণমানন্দং।

অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং। ১৬

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

কারণ সে যে, তাঁর ধ্যান কর;

তিনি জগতের পিতা মাতা।

হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে জানিলে, যদি জানিবে, কর সাধু-সঙ্গ একান্তে। ১৭

তৃতীয় ভাগ।

—•০:০:০•—

প্রাতঃকাল।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।

আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।

হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার প্রভুচরণে ছাও রে ছাও।

নব-নব-রাগ-রচিত বন্দনমালা, গাঁথি গাঁথি দে উপহার।

বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসার। ১

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধন-ধান্য-পূর্ণ শোভাময়,

তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।

সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি, সবে
পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সজ্জিত কেমন।
প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর, অযুত
অগণ্য লোক, সকলই তোমারি।
ধন্য পরমকারণ, ধন্য জগৎপতি, বরষিছ
অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন। ২

রাগ মিয়াঁভৈরব—তাল চৌতাল।

করুণার সাগর, কৃপাজল দেও হে কাতরে।
কোথা তুমি ত্রিভুবনরাজা পাবনের পাবন,
কোথায় দীন হীন অকিঞ্চন আমি।
যার গুণে পাষাণ-হৃদয়ে দেখা দেয় প্রেমের
অঙ্কুর, ডাকি তারি তরে।
তব প্রসাদ-বারি বরিষে যথা, জীবন ধন
শান্তি-রস উথলে তথা সহস্র ধারে। ৩

রাগিণী ললিত—তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।

রবি শশী তারা শোভে না আমার কাছে যদি হারাই তোমারে।

কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে, কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই। ৪

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কোথা দিব আমি তোমার স্নেহের উপমা, হে অখিলমাতা।

না হয় বিশ্রাম আতপ-কোলাহলে, তুমি তাই নিবাইলে রবি থামাইলে বিহঙ্গমকুলে। ৫

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমা তেতালা।

এমন দিন না রবে, তা জান।

এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।

চির দিন রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে। ৬

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমা তেতালা।

অভয়দাতা হে শরণ লই তোমার, আর কে সহায় আমার হে।

তুমি আমার সকলি, কি কব তোমার করুণা, তুমি সহায় আমার হে। ৭

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর গায় সকল জগতবাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণ-নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

নাছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।

ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।

জগতপিতা জগতপালক তুমি সকল মঙ্গ-লের নিদান। ৮

রাগিণী টোড়ী—তাল আড়াঠেকা।

গেল বিভাবরী, আইল শুভ্র-বসনা উষা; মগন হও রে অমৃতসাগরে।

চির দিন তাঁরে রাখ হৃদয়ে। কেহ তাঁর সমান, চখে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে। ৯

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

তুমি তো জীবনের আধার, ডাকি তোমায়, সংসার-মোহ-কোলাহলে দেও নিস্তার।

রয়েচো সকল ভুবন করি আলো, নিরঞ্জন সনাতন, যত আর সকলি অসার। ১০

রাগিণী টোড়ী—তাল তেওট।

যদি এ আলোকে না দেখিলে সে আলোকে কি আর তবে কি দেখিলে।

নাহি কেহ নাহি, তাঁর সমান, প্রেম সৌন্দর্য্য মঙ্গলে। ১১

রাগিণী টোড়ী—তাল কাওয়ালি।

অপার করুণা তোমার জগতের জনকজননী অখিল-বিধাতা।

নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব কি দিব তোমায়, কি আছে আমার।

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোমা বিনা চাহি না চাহিনা কিছু আর ;

সম্পদ বিষসম তোমায় ছাড়িয়ে ; না জানি কি রস পায় বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে। ১২

রাগিণী টোড়ী—তাল আড়াঠেকা।

আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে ভজরে ভব-তারণে।

ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দেও প্রভুর চরণে। ১৩

রাগিণী কুকব—তাল তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও, শরণ লয়ে রহিও।

যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও। ১৪

রাগিণী কুকব—তাল আড়াঠেকা।

কেন ভোলো ভোল চির-সুহৃদে, ভুলনা চির-সুহৃদে।

ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হতে, এমন সুহৃদে কেন ভুলো।

থেক না থেক না তাঁ হতে অন্তর, তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল।

চির-জীবন-সখা চির-সহায়ে, করুণানিলয়ে, কেন ভোলো। ১৫

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে।

হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে।

গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত-মন্দিরে বিরাজেন স্বপ্রকাশ।

দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে উজ্জ্বল সুন্দর অনুপম।১৬

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

বল কে তাঁরে জানে, কোথা গেলে দরশন পাব প্রাণের প্রাণে।

আমি তোমার চিরকাল, তুমি আমারি নাথ কোথা রহিলে রাখিয়ে অনাথে বিজন গহনে।১৭

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা

এমনি কি হে দিন যাবে চিরকাল, আর সহেনা সংসার-যাতনা।

তোমা বিহনে কে আছে আমার, গতিহীনে ত্যজো না। ১৮

রাগ সামন্ত—তাল ঢিমা তেতালা।

দয়াময় দয়া রেখ হে, কি জানাব তব পদে, কি না জান যে দুখ পাই।

পাপ সন্তাপ হর, হর দুখ-দারিদ্র্য পতিত-পাবন তোমারি যশ গাই। ১৯

রাগিণী বেলাওয়ার—তাল আড়াঠেকা।

দরশন দেও হে কাতরে, দীন হীন আমি।

রোগে আতুর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে। ২০

সায়ংকাল।

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি।

কেমন মোহ আসি, ফিরায় সে মন।

কেমনে পাব আমি তোমায়, দেখা দেও এই ভব-তিমিরে। ২১

রাগিণী মুলতান—তাল তেওট।

কতই করুণা হতেছে বরষণ তোমার।
এনে দেও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে, নাহি নাহি অন্ত তাহার। ২২

রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও;
কভু ভুল না ভুল না রে করুণা তাঁর।
খুলে দাও হৃদয়-দ্বার, তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশো মনের আঁধার। ২৩

রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

অন্তরের অন্তর, ডাকি তোমায়;
ডাকি তোমায়, প্রাণদাতা; রাখ রাখ আমায়।
দুস্তর ভবার্ণবে তুমি ভেলা, অন্ধকার জগ-তের তুমি আলো। ২৪

রাগ মালব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে আনন্দে গাও রে ব্রহ্মগান একতান; পূর অখিল সংসার সেই জয়-রবে; সব চরাচর সহিত মগন হও সঙ্গীতরসে।

গাও তাঁর ধন্য পুণ্য নাম, তাঁর যশোগান বিরচিয়ে সুললিত রাগে গাও রে গাও সপ্ত স্বরে বাল বৃদ্ধ যুবক সবে মিলিয়ে। ২৫

রাগ শ্রী—তাল চৌতাল।

ধন্য সেই সাধু, সেই জ্ঞানী যে শুদ্ধ বুদ্ধ সত্যে ধ্যায়ে নিরত।

কত তার আনন্দ, তাঁরে পাইয়ে অন্তরে। ২৬

রাগ শ্যাম—তাল কাওয়ালি।

কোথা হে নাথ! কোথা হে জীবনের জীবন। পাপে মলিন হয়ে কত সহিব, কার কাছে কাঁদিব, হে অনাথ-শরণ! কৃপা কর হে কৃপার নিধান। ২৭

রাগ শ্যাম—তাল ধিমা তেতালা।

৮ কেহ নাহি আর আমার, সব তুমি, লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ।

যদি পাই তোমার চরণ-ছায়া, নাহি ডরি করাল কালে। ২৮

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল।

৯ তুমি জ্ঞান প্রাণ; তুমিই সত্য তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীন-শরণ, তুমি গুরু পিতা মাতা।

তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিস্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি অমৃতসেতু; তুমি অগম্য অপার।

প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অস্তুত-কারণ, তুমি সকলের মূলাধার। ২৯

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি ঠেকা।

তার হে তার হে ভয়-হর ভব-তারণ হে ভব-তারণ।

ঘোরতর সংসারে তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিত-জন-পাবন। ৩০

রাগিণী হামীর—তাল ধামাল।

আজ সবে গাও আনন্দে, তাঁর পবিত্র নাম লয়ে, জীবন কর সফল।

সরল হৃদয় লয়ে চল সবে অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে।

দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়, অনাথ গতিহীন হয় সনাথ।

সেই প্রেম-শশী যবে, মধু বরষে সাধুর হৃদয়াধারে। ৩১

রাগিণী কামোদ—তাল ঢিমা তেতালা।

কি ধন না মেলে যবে আনন্দময় প্রেমময়ের সঙ্গে থাকি।

মঙ্গল মূরতি দেখাও তোমার ; প্রাণ আসে দেহে যখন তোমায় দেখি। ৩২

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড়াঠেকা।

জান না রে কত তাঁর করুণা।

যে জন দেখে না চাহে না তাঁকে, তারেও করিছেন প্রেম দান।

রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারো ; তাঁর আনন্দ-জনন, সুন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদা দেখ রে। ৩৩

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

জনম এমন বৃথা চলে গেল।

মোহে অন্ধ হইয়ে কত আর থাকিবে বল।

চারি দিনের সুখেরই কারণ ভুলিয়ে গেলে সেই প্রাণ-সখারে, এখনো নাহি চেতন, এত অচেতন।

ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসার তরে ছেড়ো না অমৃতে ; এসব কোথা যাবে এক পলকে ; প্রলোভন

এমন কি আছে যাতে ভোলো জীবনের সার
ধনে সকল অভাব ঘুচে যে ধনে মিলিলে। ৩৪

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

থাকিবে এমন আর কত কাল।
বল কি ভুলে ভুলে রহেছো পরম সম্পদে।
এ ধন পাইলে সকলি দেওয়া যায়, যদি এ
প্রাণ যায় কি তাহে; কি এমন যা অদেয়
তাঁয়। ৩৫

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

প্রেম-মুখ দেখ রে তাঁহার।
শুভ্র সত্য-স্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার।
সর্ব্বসম্পৎ তাহে মেলে যখন থাকি তাঁর সাথ।
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়াদান।
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ।
ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান। ৩৬

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে, কে জানে রে।

প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।

ব্যাকুল অন্তরে চাহ রে তাঁহারে; প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে। প্রেম-দাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি; যে জন যায় নাহি ফেরে। ৩৭

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

দুখের বিভাবরী পোহাইল।

হৃদয়-মন্দিরে আজি দেখিয়ে তোমায়, কি আনন্দ মিলিল। ৩৮

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

দরশন দেও হে! তুমি বিনা জগৎ আঁধার।

তুমি নিরঞ্জন তুমি পরাৎপর তুমি বিনা আর কে করে নিস্তার। ৩৯

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

প্রেম-সিন্ধু উথলে দেখে তোমায়, আনন্দ না ধরে হৃদয়ে।

ওরূপ হেরিয়ে ভুলিতে কে পারে, নয়ন না ফেরে আর কোথায়, আনন্দ না ধরে হৃদয়ে। ৪০

রাগিণী বেহাগ—তাল সওয়ারি।

আইলেন প্রভু আজি হৃদয় কুটীরে, হল আমার সব দুখ অবসান।

ধন্য ধন্য দেব কি বলিব তোমায়, পাপি-জনে এত করুণা। ৪১

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

হো! ত্রিভুবননাথ! স্মরণে হয় আনন্দ! ভব-সেতু-ধর পরমকারণ।

জগন্নাথ জগদীশ জগতগুরু, জগ-জন-হিত কারণ, হে পাবন ভক্ত-বৎসল ভব-তারণ।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, পতি, সুরপতি, অতি জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপ; তব প্রতাপ কোথায় না হয় স্মরণ, সর্ব্বলোক-প্রতিপালন। ৪২

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

কে জানে মহিমা বিভু তোমার।

বলিব কি বা বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার।

তব রাজ-সিংহাসন অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।

যথা যাই, যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার; সব জগত পূরিত তব মঙ্গলগীতে।

কোথায় দিব হে দেব উপমা তোমার মহা-রাজ-রাজ দেব-দেব বিশ্ব-ভুবন-শোভা। ৪৩

রাগিণী কানেড়া—তাল তেতালা।

অতুল করুণা তোমার, অনুপম দয়া, স্নেহের আকর প্রেমের সাগর।

হৃদয়ের প্রিয় ধন, নয়ন-অঞ্জন তুমি, সন্তাপ-হরণ, হায় রে! জগতের আনন্দ-সুধাকর। ৪৪

রাগিণী কানেড়া—তাল পটতাল্।

হৃদয়ে রাখিয়ে হৃদয়ের রাজে, নাশহ সবে বিষ্যাদ-সন্তাপে।

সেই ভানু যবে উজলে গগন, কোথায় থাকে সংসার-মোহ-রজনী। ৪৫

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

আজি আমাদের মহোৎসব। আজ আ-নন্দের সীমা কি।

সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে। আজ আনন্দের সীমা কি। ৪৬

রাগ মেঘ—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ-রাশি দুঃখ দারিদ্র কি করে। যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে।

কি ভয় লোক-ভয়ে। বিশ্বপতি মহেশ রাজরাজের প্রসাদ-বারি-গুণে, বিপদসাগর অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নব-জীবন, নিমিষে সকল পাপ-তাপ হরে।

হৃদয়-আকাশে জ্যোৎস্না প্রকাশে, যখন দেখি সেই করুণাকরে। ৪৭

রাগ গৌড়মল্লার—তাল চৌতাল।

তাঁরে কেমনে ভোল, অন্ধকার এ সংসার তিনি বিনা।

কি হবে কি হবে এ প্রাণে, যদি সত্যে না জানিলে, শূন্য সে জীবন, বিষাদেরই আলয়।

কেমনে তাঁরে ছাড়িবে ; এখানে নাহি কি পাপ-তাপ, আছ যে সুখেতে শয়ান।

না দেখিলে যদি তাঁর প্রীতি-নয়ন, কোথা গিয়ে হইবে শীতল। ৪৮

রাগ গৌড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

হা—যাবে কোথা আর পিতা হতে ;

আপন গৃহ ছেড়ে সুখশান্তি পাইবে কোথা।

সকলি সুধাময় যখন তাঁর সাথে, ভয় তাপ কি থাকে সে অমৃত-নিকেতনে পাইলে, সংসার-যাতনা সব ভুলিয়ে যাই। ৪৯

রাগ গৌড়মল্লার—তাল চৌতাল।

৪৯ গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু যবে অচেতন জগতে দাও প্রাণ।

জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী মহেশের মহৎ যশ ঘোষো বারিদ, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম বন-রাজি অগ্নি তুষার, কেহই থেক না নীরব।

যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে আনন্দ-রবে গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে। ৫০

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

৫১ কে বা ভুলিবে তোমারে পেয়ে তোমার প্রীতিসুধা, দেখে তোমার করুণা।

অগতির গতি তুমি, অনাথ-নাথ, কে না পায় তব ছায়া।

বিশ্ববন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি প্রেম। ৫১।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি তোমারি অচলা প্রীতি।

মলিন হয়ে মানব তোমায় দেখে না চাহে না তোমায়, হায় রে কেমন মোহ। ৫২।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

জননী-সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহ-গুণে।

মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গলছায়া।

কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে। ৫৩

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে, ভ্রমিছ অরণ্য-মাঝে হয়ে শান্তিহারা।

যার প্রীতি-সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে, তাঁর প্রেম নিরখিয়ে পুঁছ অশ্রুধারা। ৫৪

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালী।

কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে; নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।

বিষয় মায়া-জালে রহিব না ভুলে আর, হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়, ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে। ৫৫

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল রূপক।

নাথ কি দিব তোমারে।

সকলি তোমার আছে কি আমার।

হৃদয়ের প্রীতি-ফুলে, তুমিই বিকসিছ নাথ!
লও প্রভু তুলিয়ে, সে ধন তোমারি। ৫৬

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

বিষয়ের তমোজাল, করে আছে নিশা-কাল, কেমনে হইব পার সংসার-সাগর এ।

তুমি বিনা কর্ণধার, দেখিনে কাহারে আর অখিলতারণ তুমি কোথা হে এ সময়ে,

সান্ত্বনার দিক্ আঁধার বিষাদ-ঘনোদয়ে। সম্পদ তড়িৎ-সমান উন্মীলি নিমীলয়ে।

পাপ-তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে, দেখা দেও ওহে নাথ, মোহ-অন্ধ হৃদয়ে। ৫৭

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ!

সম্পদ-কালে, ঘোর বিপাকে, পাপবিকারে চিরদিন আমি তোমারি।

ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই

অধিকার নিয়ত নিয়ত যেন সহচর-অনুচর থাকি তোমারি। ৫৮

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার। তুমি হে আমার মোহ-আঁধারের আলো।

মোহময় সংসারমাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা। মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান। ৫৯

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

কি আমি বলিব তোমারে ;

ক্ষুদ্র কীট আমি ; তুমি পুরাণ অনাদি, অবিনাশী সারাৎসার।

আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা-চখে মলিন মানবে।

বর্ম্ম দুর্গ তুমি ভয়বিপদ-মাঝে, ভব-জলধি-সেতু তুমি, থেক না থেক না হে দূর। ৬০

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

৬০ কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি, রত্নমণি-
খচিত অম্বর কি শোভে।

তরুণ-বিভাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা, জগৎ
রঞ্জিছে কনক রজত রঞ্জনে।

সুরভি পুষ্পাভরণ বিপিন, গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে।

কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগতশোভা নিরখি নয়ন ভুলে। ৬১

রাগিণী পরজ—তাল চৌতাল।

৬২ অতুল জ্যোতির জ্যোতি। গ্রহ তারা
চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।

এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি
সকল ভুবন; তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা
বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননীহৃদয়ে করে বসতি।

অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা।

রবিকিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে; সজন-নগর বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা। ৬২

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

নাথ হে, বিরাজ হৃদয়ে, ডাকি তোমারে প্রাণভরে।

আছি হে কাতর ঘোর সন্তাপে, কর হে কর শীতল, দিয়ে দরশন তোমার। ৬৩

রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।

সহজেই ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ দান; মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদকুটীরে, এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার।

তেমনি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার অবারিত তোমার দুয়ার। ৬৪

রাগিণী কাফি—তাল আড়াঠেকা।

আহা, কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।
হারায়ে জীবন-শরণে জীবনে কি কাজ আমার।
ঐহিকের সুখ যত,জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে। হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার। ৬৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

গাও রে জগপতি জগবন্দন।
ব্রহ্ম-সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক।
কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গলদাতা।
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ-ভক্ত করযোড়ে।
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে। ৬৬।

রাগিণী সিন্দুড়া—তাল ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার। তৃষিত চাতক সমান।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।

অভয় মূরতি দেখা দিয়ে, কর হে অভয় দান। তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার। ৬৭।

চতুর্থ ভাগ।
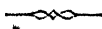
প্রাতঃকাল।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

দেখা দেও আঁখি-রঞ্জন হৃদি মাঝে হৃদয়েশ!
প্রেম-জনন প্রসন্ন বদন হেরি নিমেষ।
নরনারীগণ আনন্দ-অন্তরে, যশ-তোম্বুর তব
হে মহেশ ঝঙ্কারে, অবিরত দশ দেশ।
শুদ্ধসত্ত্ব হিরণ্ময় মানসআসন পাতি তোমারে
দিব পরমেশ।
ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিব চরণ, প্রেমের হারে
বাঁধি তোমারে, পালিব তব আদেশ। ১।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি, আগত প্রভু
তব দ্বারে।

তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে, দুস্তর ভব সংসারে।

" সম্পদ বিষসম তোমা বিহীনে, জীবন মৃত্যুসমান!

বিপদ সম্পদ, তব পদলাভে, মৃত্যু সে অমৃত-সোপান। ২।

রাগ মঙ্গল-ভৈরব—তাল চৌতাল।

শোভন গাও মনোহর হৃদভূষণ, অজর, অমর, ভূমা, অনন্ত, মন-পাবন।

গাও জগত-জীবন, জগত-পতি, আদি-নাথ, জগত-কারণ; জগত-সুখ, প্রাণ-প্রাণ।

গাও হে মহান্ পুরুষ, গাও হে পুরাণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর কল্যাণরূপ, প্রেমানন্দে আনন্দে;

করিছেন যে প্রভু হৃদয়ে বসতি, তিন লোককে জাগায়ে কর তাঁর গান। ৩।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

দিনে নিশীথে ভজ রে ভজ রে তাঁর সুধা-নাম।

আজীবন তাঁর মহিমা প্রচারে৷ তাঁরি কাজে দেও হে প্রাণ। ৪।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে; তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল-শরণ।

এক প্রথম তেজ সেই—একেরি অসংখ্য কিরণ কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি, ছায় ভুবন।

গায় তাঁহারে সপ্তলোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক, অন্ত কেহ নাহি পায়;

যাচি চরণারবিন্দ,দেহি মে কৃপা-আনন্দ,আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্য-ভঞ্জন। ৫

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

পাপে তাপে বিকলিতমনঃ শীঘ্র সন্তাপ নাশো।
মোহাচ্ছন্নে হৃদয়গগনে প্রেমসূর্য্য প্রকাশো।

অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতী তার দুঃখী অনাথে।
আপদ্ সম্পদ্ সকল সময়ে থাক ভক্তের সাথে।৬

রাগিণী খট— তাল একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণ-ব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু, দয়া-সিন্ধু করুণা-নিধি; ব্যাকুল-চিত-বারি হো।

ভগবজ্জন-হৃদ-রঞ্জন পাবন জগজীবন, প্রভু পরম-শরণ পাপীগতি, আশ্রিত-ভয়-হারী হো।

অচ্যুত আনন্দ-ধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম, জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবক কাণ্ডারী;

জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর, ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন-বিহারী হো।

অবিনশ্বর পুরাণ-পুরুষ ভগবান্, ভক্তবৎসল কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবন-ধারী;

জীবিতেশ হৃদয়-রতন, পরমায়ণ সত্য-পুরুষ, সদানন্দ জগদ্গুরু, জগজ্জন-হিত-কারী হো। ৭

রাগিণী শুক্ল-বেলাওল—তাল চৌতাল।

হে প্রাণারাম, নিরঞ্জন, বিশ্বপতি, অধি-রাজ, কৃপা-অবতার, সকল-সৃষ্টি-পরম-ভূষণ।

অতিপ্রবীণ সারবান্; নন্দন, বিভু, জগ-বন্দন, দারিদ্র-হরণ, দীন-শরণ, হো রাজন্, মহাজ্ঞান, গুরু-প্রধান, হর দুঃখ। ৮

রাগিণী আলেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

এ হরি দীন-দয়ালু কৃপালু কৃপা কর তোমা বিনা কেহ নাহি আরো।

তুমি কারণ তুমি জীবন তুমি জীবনসঞ্চারো।

তুমি তীর্থ-স্থান তুমিই সাধন তুমি অন্তরে বিহারো।

তুমি রস-সাগর তুমি প্রেম-আকর তুমি জগত উদ্ধারো। ৯

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।

তব চরণামৃতপান-পিপাসিত, নাহি চাহি ধন.জন মানে।

হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদ-কমল-মধুপানে।

না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু, চায় কি সে জলপানে।

সেই তব সুবিমল-প্রেমমুখচ্ছবি, নিরখি নিরখি অনিমেষে।

সফল করিব প্রভু! নেত্র-যুগল মম, পাসরিব ভয় দুখ ক্লেশে।

অনুদিন গাইব ভগবদমল-যশঃ কোমল সুমধুর তানে।

মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা, দুঃসহ তপ-জপ-দানে।

পলভর না ছাড়িব, তোমার সে অভয় পদ তুমিও রাখিবে তব দাসে।

তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন, না গণিব ভব-বনবাসে।

পরিহরি বিষময় বিষয়-প্রলোভন, অনুচর রব তব পাশে।

হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি-কুসুম লয়ে, পূজিব নিত্য মহেশে।

পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে।

তব করুণা-তরি করি অবলম্বন, যাব ভবার্ণব-পারে।

জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে।

মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে, সহজে ত্যজিব এই দেহে। ১০

রাগিণী ককুভ—তাল ঠুংরি।

গভীর বেদনা অস্থির প্রাণ।

কর হে আমারে শান্তিদান।

মোচন কর হে পাপতাপ।
ঘুচাও রোদন বিলাপ।
কেবলি তোমারি আশ্রয়ে।
তরিব সাগর নির্ভয়ে।
যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্।
শুনে চলি তোমারি ডাক।
তরঙ্গ ঘোর কর হে পার।
মন-তরীর হর হে ভার।
তুমি বিনা কর্ণধার।
কেহ নাহি আর আমার। ১১

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

দীননাথ, প্রেম-সুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে।
তব প্রেম-নীরে আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে
উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি-প্রস্তরে।
অমৃতধার মুক্তিজনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোকদগ্ধ অন্তরে।

সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদজাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ পরম সখা তোমার প্রেম গাইয়ে।১২

রাগিণী শারঙ্গ—তাল চৌতাল।

ওহে, আত্মার রতন-হার, তুমি হে অমৃতাধার।
রাখিয়ে তোমার ক্রোড়ে, সঙ্কট নিবারো হে।
প্রভাবে পাতকী তার, তুমি এক কর্ণধার ;
এসেছি তোমার দ্বার, আমারে উদ্ধারো হে।
নির্জ্জীবে প্রাণ সঞ্চারো, হর পাপ দুঃখভার ;
হৃদয়ে সদা বিহারো, কাতরে নেহারো হে ;
সকলি ভবে অসার, তুমি বিনা অন্ধকার ;
আমারে কৃপা বিতর, সেবক হই তোমার হে। ১৩

রাগিণী গৌড়শারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

আঁখি-অঞ্জন! ডাকি হে তোমারে!
তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেমসুধা পিয়াও আমারে।
চঞ্চল-চপলা-সম চমকি নয়ন, কোথা গেলে ফেলিয়ে আঁধারে। ১৪

সায়ংকাল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তাঁরে ভজ ভজ রে মন সেই আদি-দেব ভুবননাথ পরমপুরুষ পরমেশ্বর একায়নে।

ভক্তিযোগেতে পূজ অবিরত মোক্ষ-সেতু পাপ-দমনে।

পবিত্র-হৃদয়ে শোভন সুরে গাও সতত সেই জন্ম-মরণ-রহিত সনাতনে। ১৫

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওট।

ব্রহ্মন্, মোপর সদয় হও হে, মোর সব দুখ দূর কর।

শান্তিদাতা, শান্তি-বারি বরিষিয়ে কর শীতল, মোচন কর পাপ-ভার।

মোপরে সদয় হও হে, মোর সব দুখ দূর কর। ১৬

রাগিণী দেশকার—তাল চৌতাল।

স্বয়ম্ভু, মহাদেব, সঙ্কট-বিমোচন, ভক্তি-ভাজন, ধর্ম্মরাজ; কলুষান্তক, শমন-দমন, ভব-তারণ, করুণাকর,

বিশ্বনাথ, বিশ্বম্ভর, ভুবনাধিপতি, পরা গতি অনাথগতি, দুখহর, জগদীশ্বর, ভগবান, পূর্ণ-ব্রহ্ম, অজরামর।

আদি-দেব, শান্তি-সদন, আদীশ, অনাদীশ, সত্যরূপ, চিদানন্দ, অমোঘ-সিদ্ধি-কারণ।

দয়াধীশ, দীনবন্ধু, নিজানন্দ, নিরঞ্জন, শুদ্ধ-বুদ্ধ-পাবন, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, চিন্তামণি শরণা-গত-ভব-ভয়-হর। ১৭

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে দুখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।

মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেম-কুসুম ফুটে।

সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত, মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে।

কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরে্য আছি, নহিলে হৃদয় টুটে। ১৮

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

সত্য রূপ জ্ঞান রূপ, অনাদি অনন্ত-রূপ অমৃত আনন্দ-রূপ, অদ্বিতীয় তুমি হে।

ভবাম্ভোধি-পার-হেতু, একমাত্র তুমি সেতু, অভয় মঙ্গল-কেতু, শান্তিরূপ তুমি হে।

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

অপরূপ অরূপ, নাহি যে তুলনা, কি বলিব কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে, ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে, কি সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে। ২০

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে, কে সহায় ভব-অন্ধকারে।

রয়েছি বন্দি-সম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ-বিকারে।

বিষয়-রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মনো-ভৃঙ্গ বিহারে।

বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু, মৃতদেহে জীবন সঞ্চারে।

পাপ-তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি আর জানাব তব দ্বারে। ২১

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

উঠ, ওহে জাগো, না রহিও ঘোর নিদ্রাতে। দীন-হীন-মলিনতা দূর কর, মৃত-দেহ-সমান হে রবে কত।

সব যাত্রী গেল পার হইয়ে; দেখ চাহিয়ে;

আর বিলম্ব তো ভাল নয়, উঠ, চল, কর ত্বরা,
সেই শান্তি-গৃহ পাইবে। ২২

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল চৌতাল।

আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি। হৃদা-
কাশমাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে।

দেখ রে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়,
এক দৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে অবনত;
আছেন প্রেম-ভাবে তাকায়ে,শূন্য পূর্ণ আজি।২৩

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

শোভা অগণন, আদি-কবি, গভীর রচনার;
মিলিয়ে গাব হে মধুর স্বরে।

কনক-খণ্ড তারক অযুত পূরে আকাশ-পাতে
জ্বলদক্ষর-রাজি; ছন্দে চন্দ্র-ভাস্কর উদয়াস্ত,
পুন-সুখ-জনন ছয় ঋতু সংবৎসরে।।

নানা-রস-যুক্ত তোমারি কাহিনী সদাই—
নব কুসুমে প্রীতি, বারি শান্তি, ভীষণ রুদ্র-রস
বজ্রেতে—অতি গূঢ়-ভাব তত্ত্ব কোটি যুগে চির

ধ্যান ধরে সবে আনন্দে, তোমারি রচনার ভাব লয়ে করিছে হা হা সব নারী-নরে। ২৪।

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

পর্ব্বত পাথার ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত-বাজ দেব-দেব মহাদেব, কাল-কাল মহাকাল, ধর্ম্মরাজ, শঙ্কর, শিবতর, হন পাপ। ২৫।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম; ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে, প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে কুসুমিত নব রাগে।

যাঁর নাম পরশরতন, পাপি-হৃদয় তাপহরণ প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ, ভকতহৃদয়ে জাগে।

অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার, যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে। ২৬।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞান-যোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত-হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়-নাথ, ভুলো না রে তাঁরে।
রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে।
ভয় কি, অভয় দানে, তোষেন জগতজনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে।২৭।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

সেই প্রেম-ছবি সুধার সার। হৃদি জাগিছে
শত শত বার।
না শোভে চপলা, রবি ইন্দু-কলা, লুকালো
কোথা তারা সবে, সব শোভা তাঁর।
হৃদ-কমল-দল-রাজি-আসন বিছাইছে,
এস হে।

চিত্ত-বিহঙ্গ গায় চারু হেরি দিন, কোথা আর রজনীর আঁধার। ২৮।

রাগিণী মিয়া মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও রে অন্তরীক্ষে মহিমা তাঁর চন্দ্র তপন ; গাও তাঁরে ভীমবল প্রভঞ্জন।

গরজ গরজ, ঘোষ রে বারিদ, ব্যোমে ব্যোমে তাঁর নাম, যত জীব আর তান ধর। ২৯।

রাগিণী মিয়া মল্লার—তাল চৌতাল।

ভুবন আকুল না জেনে তাঁর নাম-রূপ-আবাস, জীবন সঁপিতে বারণ না মানে।

নবীন জলদ সেই খেদে অশ্রুবারি করে মোচন ভৈরব গরজনে, ভানু-শশাঙ্ক ফেরে সন্ধানে। ৩০।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

নমি বিভু তব চরণে।

কৃপা-নিধান, কৃপা-বিধান, ত্রিলোক-তারণ, লজ্জা-নিবারণ, ভব-দুখ-নাশন নাম ধরো হে।

জীবন-বল্লভ, দরশন-দুর্ল্লভ, তোমা তরে আকুল প্রাণ আমার। রক্ষা কর হে করুণাসাগর, বিন্দু-কৃপা তব দেও আমারে। ৩১।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়া।

জ্যোতির জ্যোতি হে জীবনের জীবন। হৃদয় সুখী হয়, তব সহবাসে, প্রেমরজ পান-সন্তোষে হে। ৩২।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর-বিপদ-শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।

তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে।
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে।৩৩

রাগিণী লচ্ছাসাব—তাল চপক।

জয় জয় ব্রহ্মন্ ব্রহ্মন্, মহাদেব মহাদেব, ভূমা ভূমা, অজর অমর।
সর্ব্বগত অখিল-প্রাণ অতি মহান্, নাহি নাম, নাহি ধাম;
নিখিল-জগত-স্থিতি-গতি-পতি তুমি ভব সংকট সংহর। ৩৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান। যত দিন রহে এই প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি জগত করে রে আলো,

স্রোত বহে প্রেম-পীয়ূষ-বারি সকল জীব-সুখকারী, হে।

করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি?

যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অবসারি, হে।

উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,

অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।

চেতন-নিকেতন, পরশরতন সেই নয়ন অনিমেষ, নিরঞ্জন সেই,যাঁর দরশনে নাহি রহে দুখ লেশ, হে। ৩৫।

পঞ্চম ভাগ।

প্রাতঃকাল।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আইল উষাকাল, জাগি সবে প্রণাম কর সেই নিরঞ্জনে, পাবে পরম শান্তি হৃদি-মাঝে।

যাঁর এই সংসার, তিনি করুণাধার, নিরমল, মন অগোচর জগত-জীবন।

পরম পুরুষ পরমেশ্বর, পরম-জ্যোতি, প্রাণ-পতি, পরব্রহ্ম পরমানন্দ, নিখিল-কারণ, তারণ।

ডাকো তাঁরে, কৃপাল তিনি, পাবন, দুঃখ-নাশন অনন্ত, অবিনাশী, অমৃত দীন-শরণ। ১

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

(মোর) দুঃখ-নিশা প্রভাত কর হে দুরিত-নাশন, তার এ অকূল পাথার।

বিরাজি হৃদয়মাঝে, মলিনতা পাপতাপ হর, হে দয়াল, হে কৃপার আধার।

এসেছি প্রভু হে তোমার অভয়-দ্বার, ফিরায়োনা দীনে না দিয়ে দরশন,—পূর ভক্ত-মনস্কাম।

নাহি সহায় লোকে তোমা বিনা, তুমি একমাত্র সহায়সম্বল মোর—সঙ্গী সুখে দুঃখে, আঁধার-মিহির দারিদ্র-ভঞ্জন, অন্নধন সুখসম্পদ-কারণ। ২

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাঁকতাল।

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি ;

একি অপার করুণা তব, প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।

সব দেখি শূন্যময় না যদি তোমারে পাই, চন্দ্র সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।

প্রাণ সখা তোমা সম আর কেহ নাহি, প্রেমসিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়।

থাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ, রাখ প্রভু জনম জনম পদছায়ে। ৩

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

প্রেমদাতা! দেখা দেও হে, প্রাণ সদা
তোমারে চায়।
দূরে যায় পাপ; দূরে যায় তাপ,
দূরে যায় শোক;
ভাসে হৃদয় মন, প্রেম আনন্দে,
প্রেমমুখ যদি হে ভায়।
অপার শান্তি, হৃদয়ে বিরাজে,
পূরে মনস্কাম;
যখনি দয়া তব, স্মরণে জাগে
মন তব চরণে ধায়। ৪

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

অকূল ভবসাগরে তার হে তার হে, চরণ-তরি দেহি অনাথ-নাথ হে।

সন্তাপ-নিবারণ, দুর্গতি-বিনাশন, দুর্দ্দিন-তিমির-হর, পাপ-তাপ নাশ হে। ৫

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

দয়া-ঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
দুঃখ সুখে সম বন্ধু এমন কে, শোকতাপ ভয়হারী।
সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী,
কার প্রসাদে দূরপরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী।
পাপ-দহন পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি,
ত্যজিলে সকলে অন্তিম কালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি। ৬

রাগিণী গারা—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা।

তব করুণা সব জগতময়, সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা।

গায় তরুণ অরুণ, শশি, নদী গিরি ফুল-বন; যথায় তথায় তব জয় জয় রব,

গায় নরনারী অগণন, কেহ নহে নীরব।

এই ঘোর সংসার কর হে পার; কর্ণধার ভবজলধি মাঝে;

হৃদয়ের ধন তুমি; নিয়ত মম হৃদে বিরাজো কি আর কব। ৭

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য পরাৎপর তুমি সারাৎসার।

সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকরভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার।

নানা-রস-যুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্ব-সিত শোভায় শোভায়।

মহা কবি! আদি কবি! ছন্দে উঠে শশি-রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।

তারকা কনক-কুচি, জলদ-অক্ষর-রুচি, গীতলেখা নীলাম্বর-পাতে।

ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখ-পূর্ণ চরাচর সাথে।

কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার
শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।

তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম।

আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র-তারা।

তোমারি এ রচনারি ভাব লয়ে নর-নারী
হা হা করে নেত্রে বহে ধারা।

মিলি' সুর-নর-ঋভু প্রণমি' তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়।

দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম
দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়। ৮

রাগিণী দেবগিরি—তাল চৌতাল।

কনকভানু আজি সুধা বরষিছে সুরঞ্জিত
শোভে বনরাজি গিরি নদী সিন্ধু।

তেমনি দীন-হৃদয়ে পতিতপাবন দেব
তোমার প্রেমানন-জ্যোতি মোহ বিনাশে!
আনন্দরূপ তুমি প্রাণের প্রাণ; দেও হে শরণ
দীনবন্ধু।

পাইলে তোমারে হৃদয় মাঝে, সব জগত
শোভন সাজে, অমঙ্গল দূরে যায়, টুটে পাপবন্ধ।

শুভ দিন শুভক্ষণ শুভ পল শুভ মুহূর্ত্ত শুভ
চন্দ্র শুভ নক্ষত্র কি সে আমার, কি সে অমৃত
যোগ উথলিলে হৃদে তব আনন্দ। ৯।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি—শুদ্ধ
প্রীতি, তুমি মঙ্গল-আলয়।

ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয়। ১০

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয়।
থাকিলে তাঁর সঙ্গে, পাপ তাপ দূরে যায়।

হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে, সেই সখা বিনা সুখ শান্তি দিবে কে তোমায়।

ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা, তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়।

এত যাঁর করুণা তাঁরে কি ভুলিবে, তাঁরে ছাড়িয়ে ভব-সাগরে ত্রাণ কোথায়। ১১।

রাগিণী আসোয়ারি—তান ঝাঁপতাল।

জাগো সকল অমৃতের অধিকারী। নয়ন খুলিয়ে দেখ, করুণানিধান পাপ-তাপ-হারী।

পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে বিহগ যশ গায় তাঁহারি।

হৃদয়-কবাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মুরতি জন-চিত্ত-হারী।

ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি। ১২।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ,
শ্রবণ করো করুণা করি, প্রভু এ স্তুতিগীত
ত্বরিত।
শান্তি-সুধা সর্ব্ব ভুবন বিস্তারো,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে,
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত,
পুণ্য-সলিল বরিষ বরিষ অমৃত।
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী,
বিকসিত কর আসি হৃদয়কমল হে,
প্রেমসুধা দেও চিত্ত-চকোরে,
প্রসাদ-বিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী পুরাণ
কি আর জানাব জানিছ সকলি হে,
ভক্তবৎসল তুমি ভক্ত এই যাচে,
মোচন কর সর্ব্ব দুরিতদুষ্কৃত।

কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে,
দীন হীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে,
বিঘ্নবিনাশন পতিতপাবন
দেখাও দেখাও হে তব পুণ্যপথ।
বিশ্বনিয়ন্তা বিভু ন্যায়সিন্ধু,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে,
দিব্য পিতা প্রভু পরম কৃপাময়।
বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত।

রাগিণী খট—তাল সুরফাঁকতাল।

মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গলনিদান।
অকুল ভবসাগরে অনুদিন তুমি সহায়,
পাপ-তিমির নাশি বিতর কল্যাণ।
দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান ;
দুর্গম পথ তরাও, দেও হে পরিত্রাণ।
দুর্জ্জয় রিপু দ্বন্দে অন্তরে বাহিরে,
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা তুমি, কর বিজয় দান।

সায়ংকাল।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

ভূমা, অনন্ত, জগ-জীবন, অনাদি, পরা-গতি, নিরঞ্জন।

পতিতপাবন, দীনবন্ধু, দীননাথ, অমর-নর-বৃন্দ-বন্দ্য, বিধাতা, দুখ-দারিদ্র-ভঞ্জন। ১৫

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

প্রেমময় সে যে, তাঁরে, দেখ, হৃদয়ে রাখ, প্রেমগুণে রাখ রে বাঁধি; প্রাণ-নয়ন-মন কর রে গত-কলঙ্ক দেখি তাঁরে।

তিনি বন্ধু, তিনি অধিপতি, তিনি করুণা-নিধান, তাঁরে ছাড়ি কোথায় ভ্রমিছ, গহনে গহনে ভব-আঁধারে। ১৬

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

সকল-মঙ্গল-নিদান, ভব-মোচন, অরূপ, চেতনরূপে বিরাজো।

তুমি অকৃত, অমৃত, পুরুষ, বিশ্বভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব্ব।

জীব-জীবন; দীন-শরণ, দুখ সিন্ধু-তারণ হে, কৃপা বিতর কৃপাসাগর, তার ভব-অন্ধকারে।

অনুপম, শাশ্বত-আনন্দ তুমি, জগজীবন, আকুল অন্তরে তোমারে চাহে।

পরম ব্রহ্ম পরমধাম, পরমেশ্বর, সত্যকাম, পরমশরণ, চরম শান্তি, তুমি সার। ১৭

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল সুরফাঁকতাল।

আদি-নাথ প্রণবরূপ, সম্পূরণ দেও হে তব প্রসাদ শান্তি-সিন্ধু, মহেশ, সকল-গুণ-নিধান।

অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে— মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগন, ভাবে মোহি জগজন।

অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য, অপার, সুন্দর, অতি-অপূর্ব্ব-ভাতি নিরঞ্জন।

সকল রূপ-কারণ, সকল-দুঃখ-নিবারণ,
তারণ ভয়ভঞ্জন, সুর-নর-মুনি বন্দন। ১৮

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

কি অনুপম তোমার আনন্দ-মূরতি হে নাথ;
সুর-নর-মুনি গুণি-বন্দন, অতুলন-মহিমা।
কত অসংখ্য দীপ্ত ভুবন, জীব-জগত কত
নব নব, ভাতি বিভাতি তব মঙ্গল প্রতিমা।১৯

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

এক প্রথমজ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম ব্রহ্ম;
প্রভু, সর্ব্বলোকসেতু, পরমেশ্বর।
রাজরাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়, অন্ত
কোথায় বিশ্বম্ভর।
মহা ব্যোমে তোমারি শাসনে ধাইছে
তারা রবি শশি, ধায় সসাগর মহী—সুমহত
যশ ঘোষে।

ভূলোক দ্যুলোক তোমারি রাজ্য, অতুলন তব ঐশ্বর্য্য, তুমি মহান তুমি পুরাণ দীনশরণ মঙ্গলময়। ২০

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জগজ্জীবন জগত-পাতা হে। জয় দীনশরণ শুভদাতা হে।

জয় বিঘ্ন-নাশন বিধাতা হে, জয় দেব জগত-পিতা-মাতা হে।

হৃদয়াধার হৃদজ্ঞাতা হে, ভয়-তাপ-হরণ ভবত্রাতা হে;

দীন জন দ্বারে, ডাকে তোমারে, দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে। ২১

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর, হৃদয়-নাথ, হৃদয়ে দেখা দেও হে।

আঁধার হৃদয় আলো কর মোচন কর পাপ-ভার, নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার, দীনে শরণ দেওহে।

যবে পাই তোমা ধনে সকলি নিরখি সুধা-
ময়, জ্যোতির্ম্ময়, শোভাময় ;

পাইলে তোমায় মৃত শরীর প্রাণ পায়
কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুখ তাপ না
রহে। ২২

রাগিণী বেহাগ—তাল সুরফাঁকতাল।

পর ব্রহ্ম সত্য সনাতন অনাদি জগতগুরু
পূরণ হরে হরে।

প্রাণাধার অখিল-পিতা হে, দীনদয়াল
প্রভু পূরণ হরে হরে।

পরম-শরণ প্রভু দীন-সখা হে, তু বিনা কে
ভবে ত্রাণ করে।

সুখদায়ক দুখ ভঞ্জন স্বামী কে এমন পরম
ধন ত্রিভুবন চরাচরে। ২৩

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

মঙ্গল-নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সো-
পান, অন্য কেবা॥

সংসার দুর্দ্দিন, শান্তি-সূর্য্যহীন, কাটি দেয় দিন, অন্য কেবা।

দুঃখ-ক্লেশ-ভার, পর্ব্বত-আকার, করে পরিহার, অন্য কেবা।

কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার, সহায় আমার অন্য কেবা। ২৪

রাগিণী দেশকার—তাল ঝাঁপতাল।

হে দেব পরসাদ দেও হে ভকতহৃদয়ে, প্রাণ মন কর নাথ অমৃতময়।

দেহ প্রেম দেহ জ্ঞান,দেহ মুক্তি কর ত্রাণ, দেও হে চরণে স্থান এই ভিক্ষা চাই হে। ২৫

রাগিণী ধোরিয়া——তাল আড়াঠেকা।

ও হৃদয়নাথ! এস হে হৃদয়াসনে; আকুল প্রাণে ডাকি হে তোমারে,দরশন দেও হে।

তব পদ ছায়িব প্রেমের কুসুমে, কি দিব আর তোমায় হে। ২৬

রাগিণী রাজবিজয়ী—তাল সুরফাঁকতাল।

নিখিল-ভুবন-পতি, পরম গতি ব্রহ্ম, ভূমা, শাশ্বত-মহিমা।

কোটি কোটি রবি চন্দ্র তারা, তব প্রতাপে ভ্রাম্যমানা।

পরম দেব, সুন্দর শোভন, জগ-জন চিত-চকোর-লোভন।

আনন্দাগার সকল সংসার তব উদার প্রেমে কোথায় সে প্রেমের সীমা।২৭।

রাগিণী নারায়ণী—তাল যৎ।

ভজো রে ভজ রে ভবখণ্ডনে, ভজো রে বিশ্বজনবন্দনে,

জগত রঞ্জন ভকত-চিত্ত-বিনোদনে, মোদনে পালনে, তারণে, প্রণত জন-সৌভাগ্য-জননে।

শুদ্ধ সত্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তি-দাতা জগত-প্রাণে।

অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে।

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত-পাতক-নাশনে। সর্ব্বলোকাশ্রয়-প্রভবে, সত্যাত্মনে প্রেমাত্মনে। ২৮।

রাগিণী নটনারায়ণ—তাল চৌতাল।

হৃদয়-চাতক মোর চায় তোমারি পানে শান্তিদাত'; শান্তি-পীযূষ বারি হে বরিষ বরিষ।

নয়নের তুমি তারা, প্রেমচন্দ্র হৃদাকাশে, শোকতাপসন্তাপহা; তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।

পূরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেমবারি; পাই হে অবিনাশী জীবন, পাইলে তোমারে।

নিশি দিন হৃদে জাগো, দুখ-নিশা পোহাইয়ে, মোহ-আঁধার নাশিয়ে—কৃপারি হে ভিখারী কৃপাবিন্দু যাচে। ২৯।

রাগিণী নটনারায়ণ—তাল ঝাঁপতাল।

অগণন-ভুবন-ভারধারী-প্রভাব তব, বিশ্বম্ভর, ঈশ, আনন্দরূপ।

সকলগুণসাগর, অসীম পরাৎপর, এক ধ্রুব-নায়ক। ৩০।

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম, অকূল পাথারে; আর কেহ নাহি যে, বিপদভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে।

এক তুমি অভয়পদ জগতসংসারে; কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে।

করিয়ে দুখ অন্ত, সুবসন্ত হৃদে জাগে, যখনি মন আঁখি তব জ্যোতি নেহারে।

জীবনসখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা, তৃষিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমারে। ৩১।

রাগিণী কাফি—তাল সুরফাঁকতাল।

দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া; অনাথ-

নাথ তুমি ; হৃদয়রাজ বিরাজ নিশি দিন হৃদি মাঝে।

তব সহবাস আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে ; তোমা বিনা নিশি দিন মন,নাথ নাথ ধ্যায়ে। ৩২

রাগিণী খাম্বাজ—তাল সুরফাঁকতাল।

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে, সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে আনন্দভরে।

পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে ; গাইছে জলদদল জলধির গভীরে।

বিশ্বনাথ অমর-সেবিত, অনুপম জ্যোতিতে বিরাজে। ৩৩।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

শঙ্কর শিব সঙ্কট হারী। নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব।

সংসার সিন্ধু-সেতু কে করে পার, তোমা বিনা আর হে দীননাথ ; চরণারবিন্দ যাচি তোমারি। ৩৪।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।

জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক, তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।

তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখ-সোপান, তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মোক্ষধাম।

পূর্ণ হলো মনস্কাম, লয়ে আজ তব নাম, তব পায় শত বার করি প্রণাম করি প্রণাম।৩৫

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তালঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা-মণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল-বন রাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।

কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে। ৩৬।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

ইচ্ছা হয় সর্ব্ব ভুলে ছাড়ি মোহ-কোলাহলে
পূজি নিত্য শান্ত মনে হৃদয়েশ হৃদাসনে।
ফেলি তব প্রেমনীরে,স্নিগ্ধ করি দীপ্ত শিরে,
ঢালি অশ্রু পূত পদে তৃপ্ত করি তপ্ত হৃদে।
তব প্রীতিকর জেনে সাধি কার্য্য প্রাণ-
পণে, তব হস্ত সমর্পণে সফল করি জীবনে।
জগৎপাল জগদ্গুরু ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু,
রাখি তব পুণ্য-পথে পূর ভক্ত-মনোরথে। ৩৭।

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও রে পরম ব্রহ্মের মহিমা ত্রিভুবন
চরাচর, তিনি হে সবার প্রাণদাতা।
সুরনর গাও রে সবে গাও রে বিশ্বপতি
মহান্ দেব, অমৃত ললিত সঙ্গীতে; ভূলোক
দ্যুলোকে ঘোষ রে তাঁর নাম।
বন-বিহঙ্গ গাও সেই সুখদাতা মনের
পুলকে, বিজন গহন ছায়ি তানে তানে।

চঞ্চল চপলা ঘন ঘন চমাক, ঘন গরজি, তাঁর নাম গাও; কেহ থেকো না নীরব। ৩৮।

রাগিণী মেঘমল্লার—তাল সুরফাকতাল।

বিশ্ব-ভুবন-রঞ্জন, ব্রহ্ম পরম-জ্যোতি, অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ।

কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেম-সমীরে, দুঃখ তাপ সকলি হয় অবসান।

সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা, অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান।

অনাথশরণ এমন আর কে বা তোমা হেন, ডাকি তোমারে, দ্যাখা দাও প্রভু হে কৃপা-নিধান। ৩৯।

রাগিণী দেশমল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

হরি তোমা-বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি, সংসার-জলধি মাঝে তুমি হে তরী।

তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই, নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাশরি। ৪০।

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ, আওর কহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।
শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হমারা, এক ব্রহ্মকো হৃদে রাখো রে ধ্যান। ৪১।

রাগিণী মিশ্র—তাল ফেরতা।

দ্যাখা দেও হে রাখিব হে অতি যতনে হৃদি মাঝারে।
তুমি মম জীবন; তুমি মম ভূষণ, তুমি নয়নাঞ্জন, বিতর কৃপা পরমেশ।
সম্পদ বিপদে সঙ্গের সঙ্গী, ভবার্ণবে কাণ্ডারী এক তুমি হে।
জগজন তাই হে ডাকে হরি হরি।
জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ,
তোমা বিহনে নাহি ত্রাণ রে। ৪২।

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল ঝাঁপতাল।

জগত-বন্দনে ভজ পবিত্র হবে জীবন,
পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।
অন্ধতম কে এমন তাঁরে যে কভু দেখে না-
ধিক্ সে জীবন তার, পাপ তাপে মগন।
পরম করুণাধার সেই পতিতপাবন; তাঁর
পদে প্রণম, নাহি রহিবে মোহাবরণ।
সুগভীর নিশীথে, চন্দ্র সুন্দর মধুর, শো-
ভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনহরণ।৪৩।

রাগিণী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

অচল, ঘন, গহন গুণ গাও তাঁহারি। গাও
আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি, সাজি ফুল ফলে গাও রে
বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগতপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।

মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি। ৪৪।

রাগিণী পঞ্চম বাহার—তাল ধামাল।

প্রথম সমাজে আজু মহোৎসব, গাও সবে সুমধুর তানে।
হৃদি হৃদি বিকসিত কুসুমমঞ্জরী উপহর প্রেম-নিধানে।
লাভ কর রে চির-জীবন-সম্পাদ ব্রহ্ম-রসামৃত-পানে।
সন্তাপ-হরণ আনন্দ-মুখ-চ্ছবি মধু বরষে মন-প্রাণে।৪৫।

রাগিণী কানেড়া—তাল ঝাঁপতাল।

চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্বসংসার।
অযুত তারক চমকে রতন কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।

শোভে বসুন্ধর ধনধান্যময়, হায় পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।

হে মহেশ! অগণন লোক গায় ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার। ৪৬

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

দীন-দয়াময় ভুল না অনাথে।

স্থান দিও প্রভু তব পদকমলে, মনে রেখো ভুল না অনাথে।

ভ্রমি এ অরণ্যে হয়ে পথহারা, সত্বর লও তব সাথে।

কোন্ গুণ আছে হেন মন্দমতি মম, যাই-বারে তব সন্নিধানে।

তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ আঁখির কি শকতি, তাকাইতে সে মিহির পানে।

নিরখি মনের প্রতি, নাহি দেখি কোন গতি, ক্ষণে হই ম্লান নিরাশে।

স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুনঃ, নিজ-গুণে তারিবে হে দাসে। ৪৭

রাগিণী পরজ—তাল চৌতাল।

ধন্য তুমি হে পরম দেব ধন্য তোমারি করুণা প্রেম, পূরিল আনন্দে বিশ্ব হৃদয় জুড়াইল।

যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি প্রেমরূপ নিরখি তোমারি পূর্ণ হল সকল কাম মন আ-নন্দে ভাসিল।

ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান্, জগপতি জগত-নিধান, জয় জয়, জগপতি জগতনিধান হে অন্তরে চির বিরাজ।

নয়নে নয়নে রহিও নাথ, ভুলি সব দুখ তোমার সাথ, হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়-নাথ, হৃদয় কর শীতল। ৪৮

রাগিণী ভূপালী—তাল চৌতাল।

অন্তরে ভজ রে তাঁরে, সৃজিত যাঁর এই দিনকর, শশধর তারক, যাঁর বিমল ভাতি সব গগন ছায় রে।

হৃদি-দরপণে মাজি যতনে, দেখ রে সেই
প্রেম-চন্দ্র সুধা বরষণ হইবে এখনি মধুর মধুর।
সেই অমৃত-হ্রদে সবে মিলে করহ স্নান,
পাইবে প্রাণ, তাপিত চিত শান্ত হইবে, দূর
হইবে পাপ।
সঙ্কট-হর নিত্য নিকট, কেন হে ভ্রম দূরে,
তাঁর শরণ লও যাইবে ভবের পারে। ৪৯

রাগিণী ভূপালী—তাল সুরফাঁকতাল।

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি, নিরমল;
অতি শীতল, কিরণ সুখদায়ী;
চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগন-অঙ্গন,
ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।
বিতরণ করি জীবন, বহিছে মৃদু সমীরণ
অমৃত-পূর্ণ মঙ্গল ভাব তব প্রচারি।
বরষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে হৃদয়-প্রাণ;
বিহগগণ করে গান তব গুণ বলিহারী। ৫০

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাল।

স্মর মন পরমেশ, সেই অসীম-সুখ-আকর দুঃখমোচন অনন্ত, অবিনাশী, আনন্দ-স্বরূপ, মন-মোহন, জন-রঞ্জন।

জগত-নাথ, জীবন-পতি, জ্যোতির্ম্ময়, স্বপ্রকাশ, অখিল-কলুষ-হারী, জগবন্দন।

তিনি পরমকারণ, ভব-তারণ, জগদীশ, দীন-শরণ, পরম-পুরুষ, অরূপ, অশরীর, অজর, অমর, বিভু নিরঞ্জন।

কে পারে করিতে সীমা তাঁর, অগণিত গ্রহ চন্দ্র সুরয শূন্যে ভ্রমি না পায় কোন সন্ধান। ৫১

রাগিণী ছায়ানট—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ-ভয়-বারণ যে করে, ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না। মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভব ঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা।

এ ধন জন, না রবে হেন, তাঁহে যেন ভুলো না। ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব-যাতনা।

এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা।
বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয়-কামনা।
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা। ৫২

রাগিণী কানেড়া—তাল মধ্যমান।

কবে মম চিত-কমল ওহে নাথ বিকশিত হইবে।

ঘোর তিমিরে পড়িয়ে কাতরে ডাকি হে তোমায় কর ত্রাণ। ৫৩

রাগিণী দেশ—তাল সুরফাঁকতাল।

দেখিয়ে হৃদয়-মন্দিরে, ভজ না শিব সুন্দরে কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে কর অযতন, এখন করহ সাধন।

এই সে পতিত-পাবন, এই সে জগততারণ, এই সে পরম কারণ, করহ তাঁর মনন।

হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম তত্ত্ব, ভাবিলে না সেই সত্য, নিত্য বিভু নিরঞ্জন।

হৃদয়ের প্রেমহার, দেও হে তাঁহারে উপহার
পেয়েছ কৃপায় যাঁহার দেহ হৃদয় জীবন। ৫৪

রাগিণী কানেড়া — তাল রূপক।

কে জানে মহিমা তব পরমেশ হে রাজাধিরাজ বিশ্ব-প্রতিপালক আদি-অন্ত-বিহীন।

মহী আকাশ, সমুদ্র, ভূধর, তোমারি হে রাজ্য, চন্দ্র প্রভাকরে তোমারি শাসন।

হৃদি-মাঝে বিরাজ তুমি নিরন্তর, ওহে বিভু অন্তরযামী, ডাকে দীন তোমারে নিশি দিন সঁপি মন প্রাণ।

পরমদয়াল হে পরমকৃপাল, তুমি পরিপূর্ণমঙ্গল, তোমার সমান প্রভু কে বা আর। ৫৫

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

ভজ মন সতত তাঁরে ভক্তি-ভাবে, যে জন বিরাজে অন্তরে, জ্যোতিরময়, পরম সুন্দর, প্রাণারাম।

আদি-নাথ নিরঞ্জন, নিরগুণ গুণ-আধার, আনন্দ-স্বরূপ, নিরমল, নির্ব্বিকার, অজর, অমর, সেই পরম পুরুষে কর ধ্যান।

যাঁর মন্দির নিখিল ভুবন, সেই দেব পরম কারণ, দীননাথ, দীন-শরণ, বিঘ্ন-বিপদ-নাশন।

যিনি বাক্যমনোতীত, যিনি অনাম-রূপ, সেই পুরাণ সনাতন সব জগতের পিতা মাতা, স্থাবর জঙ্গম, অমর সবার জীবন প্রাণ। ৫৬

রাগিণী গৌরী—তাল কাওয়ালি।

আহা আজি পুলকে পূরিল দিক চারি।

ঝরিছে নয়নে আনন্দ ধারা, একি অনুপম করুণা তোমারি।

বরিষে সুধা আজি চন্দ্র তারা, অনিল হি-ল্লোলে অমৃত-লহরী।

ত্রিজগত-পাতা অখিল-বিধাতা, পূজিব চরণ আজি তোমারি। ৫৭

গুজরাটী ভজন—তাল যৎ।

সৎচিদ্‌ঘন প্রভু পরব্রহ্ম পাবন, সব মিত্রে ভজ প্রেম-ভক্তি-ভরে প্রণমি প্রতি দিন।

সৃষ্টি-নিয়ন্তা সত্য সে এক, তাঁর সমান অন্য নাহি কেহ রে—বিশ্ব-গ্রন্থ রচনা প্রকাশে, অচিন্ত্য অনন্ত, আদি-কারণ।

এ মঙ্গলময় প্রভুর মহিমা গাও সদা শুদ্ধ-সত্ত্ব হয়ে রে—অদ্ভুত সুন্দর নিয়ম নিরখি আ-শ্চর্য্য-রসে হও মগন।

ন্যায়কারী তাঁর ন্যায় অখণ্ড, সংকল্প তাঁর কভু না ফেরে রে,পুণ্যাত্মা পুণ্য লোকে বিরাজে পাপীর নিশ্চয় হইবে পতন।

সৎসঙ্গ সৎগুরু লাভে মানব জনম এই সফল করো রে—উত্তম দেহ এ ধারণ করিয়ে বৃথা করো না কাল হরণ।

ত্যজিয়ে তুচ্ছ বিষয় কামনা, প্রভুপদ আ-

শ্রেয় ধরো রে—জন-হিত-কারক কার্য্য করো সদা, জানো সেই উত্তম সাধন।

ধন-জন-যৌবন-গর্ব্ব হে মিথ্যা,

সকলি লইবে কাড়ি শমন দুর্জ্জয় রে—ক্ষণ-ভঙ্গুর এই দেহ অনিত্য, নাহি রবে কর কোটি যতন।

মঙ্গল ভাব প্রভুর অপার, সুখ দুখে ভুলো না কভু ভুল না রে—তাঁরি করুণা তাঁরি কৃপা-গুণে হইবে সর্ব্ব পাপ দহন।

জাগিবে যদি তো জাগো রে ভাই, কাল-চক্র অনিবার ঘুরে রে—সময় বহিয়া গেলে ফিরে নাহি আর মিছা কাজে করো না হে ভ্রমণ। ৫৮

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী,

সবে মিলি তব সত্য-ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।

হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম দিশি দিশি

তব পুণ্য নাম, ভক্তজনসমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।

নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম, প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।

তব পদে প্রভু লইনু শরণ কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ, অমৃতের খনি পাইনু যখন জয় জয় তোমারি।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বিমল রজত ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে,
চন্দ্রমা আরতি করে সহস্র কিরণে সেই সত্য সনাতনে।
অগণ্য তারকাবলী. চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গল-কনক দ্বীপ গগনে গগনে।
ফুলের সুরভি শ্বাস, উঠিছে ধূপের বাস,
কানন কুসুম-ভার অর্পিছে চরণে।
পর্ব্বত-কন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁর চামর ব্যজনে।

অমৃতের অধিকারী, আছ যত নরনারী
তোমরাও আরতি কর প্রকৃতির সনে।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, প্রেমের সৌরভ ঢালি,
শত কণ্ঠে কর গান সুমধুর তানে। ৬০

রাগিণী মিশ্র—তাল একতালা।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা, সঙ্কটভয়দুখত্রাতা, বিশ্বভুবন পাতা
জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা।

জয় দেব জয় দেব।

জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে, পরমশরণ তুমি হে জীবন মরণে।

জয় দেব জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ সুখশান্তিদাতা, প্রভু সুখশান্তিদাতা; শরণাগতবৎসল তুমি পরম পিতা মাতা।

জয় দেব জয় দেব।

আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার, একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।

জয় দেব জয় দেব।

শত অপরাধী আমরা পাপ ক্ষমা কর হে প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে, তব প্রসাদ লাভে প্রভু পাপ তাপ না রহে।

জয় দেব জয় দেব।

মিলিয়ে ভক্তসমাজ মাগি বরাভয় দান, প্রভু মাগি বরাভয় দান, কৃপা করি হে কৃপাময় দাও চরণে স্থান।

জয় দেব জয় দেব।

কি আর যাচিব আমরা করি হে এমিনতি,
প্রভু করি হে এমিনতি এলোকে সুমতি দাও পরলোকে সুগতি।

জয় দেব জয় দেব।

ষষ্ঠ ভাগ।

প্রাতঃকাল।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান নিরমল পবিত্র ঊষা কালে।

ভানু-নব তাঁর সেই প্রেমমুখ চ্ছায়া, দেখ ঐ উদয়-গিরি-শুভ্র-ভালে।

মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভ দিনে, তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে।

মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে, প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে। ১

রাগিণী ললিত বসন্ত—তাল সুরফাঁকতাল।

অগতির গতি অনাথ-নাথ হে—তুমি কৃপা-সিন্ধু, তুমি দীন-বন্ধু শরণ দাও হে।

হৃদয় অতি জরজর পাপ-বিকারে, তোমা
বিনে প্রভু কে তারে।

বিতরি প্রসাদ, অমৃত শীতল কর হৃদি-মন,
শান্তি-সলিল তুমি প্রভু এভব-সন্তাপে।

কারে কহিব আর এ মম মরম-বেদন, তোমা
সম অন্তরতম আর কে আছে। ২

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

দেখিতে তরঙ্গময় ভবপারাবার।
তরঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্কই সার।

অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আনিবে তত
ক্ষুদ্র তৃণটীর মত দেখিবে সংসার।

কম ঝড় বয়ে যাবে হৃদয় অটল রবে, কি
ভয় কি ভয় ভবে।

অতিক্রমি দুখ শোকে, অনন্ত অনন্ত লোকে,
নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার।৩

রাগ ভয়রোঁ—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের, ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।

ওই যে নয়ন তব, অরুণ কিরণ নব, বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।

ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে, তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া?

হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি, দিবে কি বিমল করি প্রসাদ-সলিল দিয়া? ৪

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

(প্রভু) পূজিব তোমারে আজি বড় আছে আকিঞ্চন, হৃদয়-কবাট খুলি পেতেছি নম-আসন।

ভক্তির গেঁথেছি হার, দিব আজি উপহার, প্রেমের চন্দন ছিটা এই মাত্র আয়োজন।

নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ, জানি তুমি দয়াময় ভক্তে দিবে দরশন।

এসো তবে দীনবন্ধু, এসো করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদ-বিন্দু সফল কর জীবন। ৫

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত চ্ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত। ৬

রাগিণী খট—তাল ঝাঁপতাল।

আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্রমন,
পদে পদে হয় পিতা চরণস্খলন।
রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রকুটি ভীষণ ?

ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ, স্নেহ-বাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ, শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে, কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন!

পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের ভবন, পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন, জন্মিয়াছি শিশু হোয়ে, খেলা করি ধূলি লোয়ে, মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ।

একবার ভ্রম হোলে আর কি লবে না কোলে, অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?

তা হ'লে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু, ভূমিতলে চির দিন রব অচেতন। ৭

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা,
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ-ধারা।

তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ৮

বন্দনা—তাল ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম-ভক্তি-ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীনবৎসল তুমি তার নিজ সেবকে,
তব অভয় মূরতী ভয় নিবারে।
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে,
দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো। ৯

সায়ংকাল।

রাগিণী নট্‌ বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় পরম-শুভ-সদন ব্রহ্ম সনাতন, করুণার সাগর কলুষ-নিবারণ।

জয় বিশ্বপাতা, অনন্ত বিধাতা, জয় দেব-দেবেশ, জীবের জীবন। ১

রাগিণী কেদারা—তাল সুরফাঁকতাল।

দরশন দাও হে হৃদয়সখা, পূর্ণ কর হে আশ, নয়নেরি আলো তুমি মম।

দেখিলে তোমারে হৃদয় যুড়ায় হে, প্রেম-ভরে ডাকি ঘন ঘন।

প্রাণ মন দিনু সঁপিয়ে তব পদে, এস এস ওহে হৃদয়ের প্রিয়ধন।

কাঁদি হে দিবানিশি তোমার পিয়াসে, কর শান্তির বারি বরিষণ। ২

রাগিণী বসন্ত—তাল সুরফাঁকতাল।

আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে, পূরিল হৃদয় প্রীতি-বিমল-কুসুম-সুবাসে, তব প্রসাদ সব দুখ-তাপ নিবারে।

সকল-কলুষ-ভঞ্জন, জগ-জন-চিত-রঞ্জন, তোমারি প্রেম মধুময় জীবন সঞ্চারে। ৩

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

ব্যাকুল হয়ে তব আশে প্রভু এসেছি তব দ্বারে।

দ্যাখা দাও মোরে নাথ হৃদি-মাঝে, সকল দুখ-তাপ যাবে দূরে। ৪

রাগিণী সিন্ধু—তাল চৌতাল।

কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে তোমারি দরশন বিনা—দাও দরশন দীননাথ, আর যাতনা সয় না।

আছি নিশি-দিন হায় রে পথ চাহিয়ে,কবে প্রসন্ন হবে প্রভু তারণ-দাতা এ দীনে। ৫

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

পরম দেব ব্রহ্ম জগজ্জন-পিতামাতা।

সেবকে প্রসন্ন হও হে সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা, থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা দেহি নাথ। ৬

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

বহুক ঝটিকা ঝড় কাঁপায়ে ভূধরবর ভবের তরঙ্গ-ভঙ্গে বিচলে কি এ হৃদয়।

ধরিয়ে চরণ যাঁর বিচরি এ পারাবার সর্ব্ব-শক্তিমান তিনি তাহাতে মঙ্গলময়।

ঘিরুক না ঘোর ঘন দিগন্ত ব্যাপিয়ে, নিরখির ধ্রুব তারা সে মুখ চাহিয়ে,

আশ্রয় অভয়দাতা ভ্রুক্ষেপি সহস্র বাধা লুকাব অমৃত ক্রোড়ে কিসে আর করি ভয়। ৭

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

রাজরাজেশ্বর ওহে দীন জনে দেখা দাও
করুণা-ভিখারী আমি করুণা-কটাক্ষে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনল-কুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায় হয়ে আছি দয়াময়
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়ে লও। ৮

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

হৃদয়ের মম যতনের ধন তুমি হে,অন্তরযামী,
আত্মার স্বামী পিতা তুমি, পুত্র আমি, জাগ্রত
কৃপা তোমারি দীন জনে।
তোমার করুণা দিবারাত, প্রতি মুহু মুহু
জীবনে ভায়, মিনতি করি তোমায়, মোহ-পাশ
কাটিয়ে আমায় রাখ হে নাথ তব সাথ সাথ। ৯

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।১০

রাগিণী ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

ছাড়িব না কভু চরণ তোমার।
তোমা হারাইলে আর কি থাকে সংসারে,
যে দিকে নিরখি দশদিশি শূন্যময় হেরি।
তুমি হে কৃপাসিন্ধু, দীনগতি, মোরে কি ত্যজিবে, পাপ তাপে আমি জর্জ্জর অন্তর, তোমা বিনা কোথা আর শান্তির বারি। ১১

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালি।

সবে মিলে বিভুগুণ গাওরে, সবে গাওরে, আজি কি আনন্দের দিন।

আনন্দ-বিভা সকল দিক ছায়ে, ভায় তাঁর সুন্দর প্রেম-মুখ, আহা।

জলস্থল চরাচর করি পরিপূরণ মহান্ জয়রব উথলিত, শুনে সবে অবাক্, কি বলিব জানি না, জানি না, ত্রিভুবন মাঝে কোথাও তুলনা নাই, নাই, নাই, নাই। ১২

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন,
হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি
হেথা কি করিবে আগমন ?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়
করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি-তারা
ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব,
সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল,
দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান,
করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা,
মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু,
করিবে তোমারি আরাধন,
নীরবে বসিয়া অবিরল
চরণে দিবে সে অশ্রুজল,

দুয়ারে জাগিয়া রবে একা
মুদিয়া সজল দুনয়ন। ১৩

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল কাওয়ালি।

আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে, (এ কি)
প্রেম-কুসুম ফুটে হৃদি-কাননে।
ভগবত-মঙ্গল-কিরণে, উজল জগত শত
বরণে, নাথ নাথ বলি প্রাণ মন খুলি; গায় সবে
একতানে, পূরে দিশি দিশি আনন্দ-গানে। ১৪

গুজরাটী ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীন হীন
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে,

জগত-জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে
এমুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা। ১৫

সমাপ্ত।

সপ্তম ভাগ।

প্রাতঃকাল।

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্‌রে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাছে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্‌রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়,
দেখ্‌রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার্ দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে;
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহেনা
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।

দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে
আয়রে ধারি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে!
কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল
তোমার অমৃত ভবনে।

রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

সখা, তুমি আছ কোথা,
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা!
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা!
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেখা!
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মুছে,
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা!

দেখ, দেব, চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল,
লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ' তব পদমুলে,
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা!

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

প্রভু এলেম কোথায়!
কখন্ বরষ গেল, জীবন বহে গেল,
কখন কি যে হল জানিনে হায়!
আসিলাম কোথা হতে,যেতেছি কোন্ পথে,
ভাসি যে কাল স্রোতে তৃণের প্রায়!
মরণ-সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন!
এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়!
শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায়,
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু প্রায়—

কাঁদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা,
কোথাগো ধ্রুব তারা, কোথাগো হায়।

রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল।

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।

তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মুরতি রাজে
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই।
তোমার আশ্বাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও,
বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর,
তুমিই এক মম ভরসা।
প্রিয় জন একে একে কে কোথা চ'লে যায়
একেলা ফেলি আঁধারে,
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ,
পুরাও এই আশা।

রাগিণী আসোয়ারি—তাল আড়াঠেকা।

কি দিব তোমায়! নয়নেতে অশ্রুধারা,
শোকে হিয়া জরজর হে!

দিয়ে যাবহে তোমারি পদতলে

আকুল এ হৃদয়ের ভার।

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল মধ্যমান।

পাপ তাপে জরজর, প্রভুগো ত্রাণ কর অধমে, আর সহে না।

তব পথ ছাড়ি আর যাব না, প্রভুগো, ঘুচাও এ যাতনা।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামাল।

কেরে ওই ডাকিছে,

স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে,

তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!

তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে,

প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।

বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে

শোককাতর আকুল কেন আজি!

কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—

পূর্ণ হবে আশা!

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ,
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য্য শূন্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়
সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন,
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল
চারিদিকে চলেছে কিরণ।
পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ,
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর,
প্রাণের সাগরে সন্তরণ,
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রীগণ।

মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ
কি করিয়া করিব ভ্রমণ!
অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন।

ভজন—তাল ছেপ্‌কা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব!
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা' প্রভুগো!
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
চরণ হৃদয়ে লইব,

তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব!

রাগিণী বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল
আকাশ পূরিল কলরবে,
সবাই যেতেছে মহোৎসবে।
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখীগণে,
এমন প্রভাত কি আর হবে!
নিদ্রা আর নাই চোখে, বিমল অরুণা-লোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে।
চল গো পিতার ঘরে সারাবৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে।
ওই হের তাঁর দ্বার, জগতের পরিবার
হোথায় মিলেছে আজি সবে।

ভাই বন্ধু সবে মিলি, করিতেছে কোলাকুলি
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে।
যত চায় তত পায়, হৃদয় পূরিয়া যায়
গৃহে ফিরে জয় জয় রবে,
সবার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্ব্বাদ
সম্বৎসর আনন্দে কাটিবে।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায়!
বরণ বরণ পুষ্প রাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
রিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়।

রাগিণী টোড়ি—বাল ঝাঁপতাল।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ
প্রভাত কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে
ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে।
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে
কি ভয় কি ভয় দুখ তাপ মরণে।

রাগিণী আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।

কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান !
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে
জয় জয় হোক্ তোমারি !

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

চলিয়াছি গৃহ পানে, খেলাধূলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ।
ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান॥
খেলিতে সংসারের খেলা কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায় ;
ধূলাঘর গড়ি যত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা কর গো দান।

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
কেন গো একেলা ফেলে রাখ' !

ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক!
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশি দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়
তারে তুমি ডাক, প্রভু, ডাক।
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়!
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখনাক!
কে আমার আত্মীয় স্বজন
আজ আসে, কাল চলে যায়!
চরাচর ঘুরিছে কেবল
জগতের বিশ্রাম কোথায়!

সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জনে
তোমার স্নেহেতে, নাথ, ঢাক' ॥

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দ রে।

বিহগগীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়
গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহ বন্ধ রে।

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

ওঠ ওঠরে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে, মেল আঁখি, জাগ জাগো, থেকনারে অচেতন।

সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে, জাগিল প্রভাত বায়ু, ভানু ধাইল আকাশ পথে।

একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।

শুন সে আহ্বান বাণী—চাহ সেই মুখ-পানে—

তাঁহার আশীষ লয়ে, চলরে যাই সবে তাঁর কাজে।

রাগিণী আশাবরি টোড়ি—তাল তেওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা,
কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভুহে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে।

রাগিণী দরবারি টোড়ি—তাল চিমাতেতালা।

ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে।
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,
সুধা রসে মগন হব হে।

রাগিণী খট্‌—তাল একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল
জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া,
হৃদয় দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে
আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি,
পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে,
সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে,
দশ দিক্ ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে
জাগিছে বালিকা বালকে।

জগত যে দিকে চাহিছে
সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী
হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে,
নবীন আশায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া
জয় জয় উঠে ত্রিলোকে।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি

আঁখিজল মুছাইলে জননি,
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে তারে বসাইলে পাশে,
তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে,
যে আসে অমৃত পিয়াসে।

দেখেছি আজি তব প্রেমমুখহাসি,
পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহি না আর কিছু পূরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয়বেদনা।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ডুবি অমৃত পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশি।
নাহি দেশ, নাহি কাল,
নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে
আনন্দ নাহি ধরে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

অসীম কাল সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে,
অমৃত ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে।
হের, আপন হৃদয় মাঝে ডুবিয়ে,

এ কি শোভা! অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে, এই মন্দিরে সুধা-নিকেতন।

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর,
সব শূন্যময়।
চারি দিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি
হৃদয়ের চির আশ্রয়।

রাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর,
আমি অতি দীন হীন।
নাহি কি হেথা পাপ মোহ
বিপদ রাশি?
তোমা বিনা একেলা
নাহি ভরসা।

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা,
জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না।
আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব?
হৃদয়ের আশা পুরাবে না?

রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে?
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে দুখ তাপ,
সে প্রেমের নাহি অবসান।

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দূর ক'রলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ!
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।
যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে
তাহা মোরে দাও।

রাগিণী মিশ্র বেলাবতী—তাল কাওয়ালি।

ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়
এ ধরা পানে চাও।
পতিত যে জন করিছে রোদন,
পতিত পাবন তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ
তাহারে বাঁচাও।
কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক,
নয়ন মুছাও।

ভাঙ্গিয়া আলয় হেরে শূন্যময়
কোথায় আশ্রয়,
(তারে) ঘরে ডেকে নাও ।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়
দাও প্রেম সুধা দাও ॥
হের কোথা যায় কার পানে চায়
নয়নে আঁধার
নাহি হেরে দিক আকুল পথিক
চাহে চারি ধার ।
সে ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে
তোমার কিরণে আঁধার ঘুচাও ।
সঙ্গহারা জনে রাখিয়া চরণে
বাসনা পূরাও ॥
কলঙ্কের রেখা প্রাণে যের দেখা
প্রতিদিন হায় ।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন
লজ্জা দূরে যায় ।

দেহগো চেতনা জাগাও চেতনা,
রেখনা রেখনা এপাশ ভাড়াও।
সংসারের রণে পরাজিত জনে
দাও নববল দাও॥

রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে!
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।

দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজমান আর থাকে না!

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ পাপ, হীনতা, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে,
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে,
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!

ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিতে প্রয়াণ
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আজ কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত তোমারি রয়েছি সন্তান
যদিও আমরা পতিত।

সায়ংকাল।

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট্‌—তাল কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননি।
দীনহীনে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে জানি গো,

আর আমি যে কিছু চাহিনে
চরণ-তলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী।

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল কেরবা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল;
চল চল চল ভাই।

দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয়।

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে।
শুধু আপনারে ল'য়ে সময় গিয়েছে ব'য়ে,
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা বোলে!
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে
অনিমেষ আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পুরিছে দেহ,
প্রভু গো তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন
চরাচর কার সিংহাসন

নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ;
চারি দিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন।
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার,
"মুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে,
"হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামি!"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার
"দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল!"
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ
"কহ তুমি আশ্বাস বচন
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল!"
করযোড়ে কহে নর নারী
"হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,

জগতে বিলাব ভাল বাসা।"
"পুরাও পুরাও মনস্কাম"—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশি গ্রহ তারা, হয়নাক দিশে হারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে!

দক্ষিনী স্বর—তাল একতালা।

অন্তরতম সখা
অন্তরে দেহ দেখা।

আমি যে তোমা-হারা
ভ্রমিতেছি একা।
"কোথা প্রভো, কোথা প্রভো,
কোথা তুমি"
ডাকিছে দিবানিশি,
তবুও কি এ দীন জনে
দেবেনাগো দেখা?
এসো প্রভো, এসো প্রভো,
এসো এসো!
হা! নাহি যে সাড়া।
রজনী এল,
দিন যে গেল
মিছে চলে।
থেকোনা থেকোনা দূরে,
শরণ দেও হে চরণতলে,
তোমা বিহনে গো
হিয়া দহে সন্তাপে।

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে

শোন শোন পিতা।

কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে

মঙ্গল বারতা।

ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,

সদাই ভাবনা—

যা'কিছু পায় হারায়ে যায়

না মানে সান্ত্বনা!

সুখ আশে দিশে দিশে

বেড়ায় কাতরে—

মরীচিকা ধরিতে চায়

এ মরু প্রান্তরে।

ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা

সন্ধ্যা হয়ে আসে,

কাঁদে তখন আকুল মন

কাঁপে তরাসে।

কি হবে গতি, বিশ্ব পতি,
শান্তি কোথা আছে।
তোমারে দাও, আশা পূরাও
তুমি এস কাছে।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে।
চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত বায় হে।

হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত' সেথায় হে,
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুলো না আর আমায় হে।

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল ঢিমাতেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় !
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়।

আকুল প্রাণ মম ফিরিবেনা সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগন তলে,
তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম আলয়।

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগত রচনা।
এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে।
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে।
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীতি তুলিলে নদী কল্লোলে।

এ কি ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে।

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে
নাথ তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে- কেমনে ছাড়িবে আর?
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন।

আসন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল।

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার।

দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পূরে;
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে,
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে
বিমুখ হোয়ো না দীন হীনে
যা' ক'র হে রব পড়ে।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে!
ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ত্বরা করে।

তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন ধারা,
ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে!
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে।

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এসহে শান্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে,
কেনরে ব'সে হেথা ম্লান মুখ!
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ!
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,

বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাকু।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন্ কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল্।

ডাকি তোমারে কাতরে, দয়া কর দীনে,
রাখহে রাখহে অভয় চরণে।
ধন জন তুচ্ছ সকলি, সকলি মোহমায়া,
বৃথাবৃথা জানিহে, প্রাণ চাহে যে তোমা পানে।

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।

বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়
জানাতে বিরহ-বেদনা।
দরশন নেব তবে চলে যাব
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে ডাকিব তোমারে
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে,
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
আর কি পারিবে থাকিতে।
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
মুছিব নয়ন বারিহে।
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণ তলে তোমারি হে।

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না!
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না!

ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন!

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায়রে।

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে।
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন
কাট হে কাট হে এ মায়া বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
রেখোনারে ব্যবধান।

সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস
মুখে লয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই
প্রেম ফুল রাশি রাশি।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে
রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখপানে আহা
চাহিলে না মুখ তুলে
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত
ব্যথিলে পরের প্রাণ।
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হলঅ বসান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না।
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে
হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া,
প্রেমের অমৃত তাঁরি,

পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে।
সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত ধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে।

মিশ্র দেশ খাম্বাজ। ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয়!
চিরদিন আঁধার না রয়
রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে
এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন?
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান' কত দুখ,
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মান প্রাণ
দশদিশি বিভীষিকাময়,

হেন হীন দীনহীন দেশে
বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়!
কোন কালে তুলিব কি মাথা?
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
ভারতের প্রভাত গগণে
উঠিবে কি তব জয় গান?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া!
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া!

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।

এস হে মাঝে এস কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিবহে তোমায় লয়ে
ডুবিব আনন্দ পারাবারে।

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে!
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে।
(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে
(তারা) চরণ কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
(সখা) ঐ খেনেতে থাক তুমি যেয়োনা চলে
(আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে!
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে!
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়োনা—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে।

অষ্টম ভাগ।

প্রাতঃকাল।

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল।

দীর্ঘ জীবন পথ,
কত দুঃখ তাপ,
কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর
অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে
এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি
আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—

অনন্ত আলয় যার
কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব নারে ম্রিয়মাণ।

গৌড়সারং—তাল একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আছি হরষে।
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে।

জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি
শতধারে সুধা ঢালে নিতিনিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে।
প্রতি দিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব-বরষে।

রাগিণী টৌড়ি—তাল একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে।—
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম গান
মানব সবে শুনাওরে।

মধুর তানে নীরস প্রাণে
মধুর প্রেম জাগাওরে।
ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে!
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী
প্রাণে নববল দাওরে!
আনন্দময়ের আনন্দ আলয়
নব নব তানে ছাওরে,
পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাওরে।

রাগিণী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর
অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করিব নির্ব্বাণ,
ভুলিব সংসার—
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাব।

যোগিয়া—তাল কাওয়ালি।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ গানে।
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর,
ভোল দুখ তাঁর প্রেম মধু পানে।

মিশ্র ললিত—তাল একতালা।

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু
আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল
চরণ-দরশ আশে।
খুলিল দ্বার, তিমির ভার
দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্ব জগত
ধাইল নিজ বাসে।
বিমল-কিরণ প্রেম আঁখি
সুন্দর পরকাশে।

নিখিল তায় অভয় পায়
সকল জগত হাসে।
কানন সব ফুল্ল আজি
সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ
প্রেম-কুসুম-বাসে।
উজ্জ্বল যত ভকত হৃদয়
মোহ তিমির নাশে।
দাও নাথ প্রেম-অমৃত
বঞ্চিত তব দাসে।

দেওশাক। ঝাঁপতাল।

আশ্চর্য্য দেখি এক যোগী হৃদিগুহায়,
নিখিল জগত এক আনন্দ-ধারা।
অতি ধীর গম্ভীর আপনে আপনি স্থির
না সেথায় দিন তায় না নিশীথ তারা।
নাহি বাক্য সেথা যায়, ভাবনা ভাবে মিসায়,

দেশ-কাল করি দূর প্রেমরসে ভরপুর
মগন ভকত চিত আপন-হারা।

রাগিণী কুকভ—তাল ধামার।

আর গো কত ঘুরি হইবে সারা
বনে বনে পথে পথে দ্বারে দ্বারে।
কে আছে নিজধামে দেখরে ফিরিয়ে,
প্রাণে প্রাণ পাইবে হেরিয়ে।

রাগিণী ধুন—তাল ঠুংরি।

অন্ধ জনে দেহ আলো
মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত-সিন্ধু
কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম,
প্রেম সলিল ধারে
সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।
যে তোমারে ডাকে না হে
তারে তুমি ডাক ডাক।

তোমা হতে দূরে যে যায়
তারে তুমি রাখ' রাখ'
তৃষিত যে জন ফিরে
তব সুধাসাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে
সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে
কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে
আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়,
সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়
হেরিনি প্রেম বয়ান,—
দরশন দাও হে দাও হে দাও
কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

হেরি তব বিমল মুখভাতি—
দূর হল গহন দুখ রাতি।
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে
দিনু হৃদয় কমল দল পাতি।
তব নয়ন জ্যোতিকণ লাগি,
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,
তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে
উঠিল ফুটি কত কুসুম পাঁতি,
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।
ধ্বনিত বন বিহগ কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।

প্রেম-রস পান করি গান করি কাননে,
উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।

রাগিণী রামকিরি—তাল ঝাঁপতাল।

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ হে তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে
তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন।
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন।

রাগিণী মিশ্র বেলাওল। তাল ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।

কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন।

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে।
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার পারে।
মধুর শীতল ছায়, শোক তাপ দূরে যায়,
করুণা কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে।

আসা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা
চলরে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক
তৃষিত আছে কত ভাই।

ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে
সকলে তাঁর গুণ গাই।

দুখি কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।

সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে
সবারে কররে আপন।

শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে
জীবন কররে যাপন।

এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে
চলরে সবারে শুনাই—

বলরে ডেকে বল "পিতার ঘরে চল
হেথায় শোক তাপ নাই।"

গুর্জ্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল।

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গম গীত ছন্দে তোমার আভাস পাই।

জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারি দিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে,
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে
ভ্রাতৃ প্রেমে, শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে, প্রতি-
দিন হেরিব জীবনে।

হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব
শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে
বিরলে হে গভীর অন্তরে আসনে।

হেমখেম—তাল চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো,
ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে।

রাগিণী আসাবরি—তাল কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু
পূরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী।

এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

গৌড়সারং—তাল চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে।
সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী।

যোগিয়া বিভাস—একতাল।

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।

হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে!

তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,

যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল ঝাঁপতাল।

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়।
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয়।
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর
ঘুচে গেছে শোকতাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয়।
কোটি রবি শশি তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ ধারা তোমাতে পাইছে লয়।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।

অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান আমি মগ্ন পাথারে,
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়।

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।
পরশে তব জীবন মব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাতে হে।

অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে।

রাগিণী দেওগিরি—তাল সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে।

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নাম-গান-অহঙ্কার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে।

ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে।

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবেনা হাহাকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশি বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দিশিদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা!

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহিব হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নব নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।

তুমি না কহিলে কেমনে কব,
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব,
আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব
হৃদয়ে লইব টানি।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল আড়াঠেকা।

সুমধুর শুনি আজি প্রভু তোমার নাম।
প্রেমসুধা পানে প্রাণ বিহ্বল প্রায়
রসনা অলস অবশ অনুরাগে।

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।

তবুত আমার কাছে, নূর রবি উদিয়াছে,
তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল ঊষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগত-পুরে, মোরেত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়।

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও, তাঁর কাছে রেখে আপনারে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

সখা মোদের বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ তলে রাখ' ধরে।
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আছি বসে চাহি আপনা পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে।

সায়ংকাল।

ঝিঁঝিট। একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক,

হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক্ সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্য পথে হল বাহির।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
তাপ হরণ স্নেহ-কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে,
ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখি জনে তুমি নেবে তুলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে।

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায়!
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়!
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান!
কোন সুধা করে পান!
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়!

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না,
　করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
　পান করে শুধু হলাহল।
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
　না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
　করে দিবানিশি টলমল।
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
　নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
　অকুল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারিধারে,
　আঁখি করিতেছে ছলছল্।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
　কাঁপিছে হৃদয় হীনবল।

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল কাওয়ালি।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।
দেহগো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে,
মোচন কর তিমির,
জগত আড়ালে থেক না বিরলে
লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও।

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা,
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেওনা,
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।
চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আমারে,
হের হে, শূন্য ভবন মম।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন।

রাগিণী তিলক কামোদ—তাল চৌতাল।

নয়ন বাহিয়ে ঝরে ধারা শত,
পেয়ে তব করুণামৃত উথলে এ হৃদিকমলে।

দীন জনের প্রাণ বন্ধু, তোমারে পাইলে
কি ধন না পাই, আনন্দ সিন্ধু হৃদি উথলে।

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

প্রেম সুধারসে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে।
কোথা কে আছে নাহি জানি,
তোমার মাধুরী পানে মেতেছি
ডুবেছে মন ডুবেছে।

রাগিণী সিন্ধু বিজয়—তাল তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল
সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে।

কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কি ধ্যানে মগন।
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে
ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ;
বিমল বিভুগুণ-বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত
নৃত্য করিছে অবিরামে।

রাগিণী কানেড়া—তাল কাওয়ালি।

ঘোরা রজনী এ, মোহ ঘনঘটা
কোথা গৃহ হায়, পথে বসে।
সারা দিন করি খেলা খেলা যে ফুরাইল,
গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে।

রাগিণী কানাড়া—তাল একতালা।

কি গাব আমি কি শুনাব
আজি আনন্দ ধামে।

পুরবাসীজনে এনেছি ডেকে
তোমার অমৃত নামে!
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ
তোমার মধুর প্রেমে॥
তব নাম ল'য়ে চন্দ্র তারা
অসীম শূন্যে ধাইছে।
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম
গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল
তোমার কিরণে সদা ঢলঢল,
তোমার অমৃত সাগর মাঝারে
ভাসিছে অবিরামে।

রাগিণী বাহার—তাল তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে॥

কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে
গগন উৎসব-প্রাঙ্গনে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা,
আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর মুখ-ভাতি বিহসিত
প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে "নাথ যাচি
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে
যশোগাথা কত ছন্দে হে।
ঐ ভব শরণ প্রভু অভয়পদ তব
সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন ধূলি-শয়ান।

জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি।
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ।
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ।

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি
তারা ত চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে
ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে।

কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায় ভেঙ্গে সব যায়
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে ;—
সুখের আশায় মরি পিপাসায়
ডুবে মরি দুখ পাথারে,
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা
দেখিতে না পাই তোমারে।

রাগিণী হাম্বির—তাল সুরফাঁক তাল।

ঘোর গহন ভব-সংকটে আর কে জীবন সম্বল
থাক হে বন্ধু তুমি সঙ্গে অবিচল ভূধর আশ্রয়।
ভীষণ সিন্ধু তরঙ্গ নাদ নামে তব নীরব
শরণ যাচি হে করুণা সিন্ধু আনন্দ সাগর!

প্রাণেশ্বর প্রাণ বিভরো,
হৃদি মাঝে আসি বন্ধন ঘুচাও।
আছি নাথ দিবা নিশি ঐ চরণ-তলে
প্রসাদে বঞ্চিত ক'রো না।

রাগিণী কাফি—তাল খৎ।

তার' তার' হরি দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়
পূজন-সাধন-হীন জনে।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাওহে
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।

দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে
যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে
অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
দুখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমারে ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।

রাগিণী কেদারা—তাল সুরফাঁকতাল।

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল,
অযুত জগত মগন সেই মহা সমুদ্রে।
তিনি নিজ অনুপম মহিমা মাঝে নিলীন,
সন্ধান তাঁর কে করে নিষ্ফল বেদ বেদান্ত,
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান্‌,
তিনি আদি কারণ তিনি বর্ণন অতীত।

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ মালা।
বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন।

রাগিণী শঙ্কর—তাল ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায়হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়
লোক ভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে।

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!

সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে!

যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে!

মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।

কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় গো মাকে!

রাগিণী গৌড়—তাল চৌতাল।

তুমি জাগছ কে!

তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন

তিমির রাতি!

চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,

সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।

কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামি,

এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,

প্রভু ক্ষমা কর হে!

তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে

আমায় আর কোথা যাই!

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে

পদে পদে পথ ভুলি হে।

নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে

সংশয়ে তাই দুলি হে!

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ ধূলি হে।

শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে!

আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে।

রাগিণী পূরবী—তাল চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ জাগি জাগিছে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাহি।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝ,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে!
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।

রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

চাহিনা সুখে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে;
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।

শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।
আশার অমৃত ঢালিদাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।

প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বন
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে।

রাগিণী নট্ মল্লার—তাল চৌতাল।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম নয়ন ছটা।
হৃদয় স্বামী তুমি চিহ প্রবীন,
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির সুন্দর।

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি
তোমারে নাথ।

আমার লাজভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা।

যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ, তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি!

তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না) কেন তা দিতে পারি না,

আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমায় নেব বাসনা।

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম,
চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,

ভাই বলে ডাকি সবারে,
ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল।

রাগিণী মিশ্র জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।